তবে মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন, দেশাচার ও কৌলিক ধর্ম্ম এই দুয়ের মধ্যে প্রথমতঃ কৌলিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। অতএব, প্রকৃত প্রস্তাবে শূদ্র কথনও বৈশ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। এই আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে, দেশাচার এবং কৌলিক ধর্ম্ম এই দুইয়ের সঙ্গতি অর্থাৎ উপপত্তি অনুসারে উক্ত বচনের মীমাংসা করিতে হইবে। কারণ মৎস্য পুরাণে শাতাতপ বলিয়াছেন, দেশাচার, কাল, আত্মা, বস্তু, দ্রব্যের প্রয়োজন, উপপত্তি (সঙ্গতি) এবং শারীরিক অবস্থা জানিয়া শৌচ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবে। সুতরাং সৎশূদ্রও বৈশ্যত্ব লাভ করিতে পারেন।

শুদ্ধিতত্ত্বে স্মার্ত্ত মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আরও লিখিয়াছেন, ক্রিয়ার লোপ হওয়ায় এবং ব্রাহ্মণগণের দর্শন না পাওয়ায় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি ক্রমে শূদ্রত্ব লাভ করিলেন। তবে কিরূপে শূদ্রগণ এক্ষণে বৈশ্যত্ব লাভ করিবেন? কিন্তু এই বচনটিকে কলির নিন্দামূলক বলিয়া বুঝিতে হইবে। বাহ্য এবং অভ্যন্তর শুচি, স্বজাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতির শুশ্রূষক, মৃদু ভাষা এবং নিরহংকার শূদ্র প্রথমতঃ ব্রাহ্মণাদি ক্রমে শ্রেষ্ঠজাতির আশ্রয় গ্রহণ করিবে, ইহা যে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ইহাও কলিতে সৎশূদ্রের বৈশ্যত্ব লাভের নিষেধক নহে। যেমন তিথিতত্ত্বে মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন, কলিযুগে ব্রাহ্মণগণ শূদ্রপ্রায় আচারভ্রষ্ট হইয়াছে—এই কথাটিতে কলির স্বধর্ম্ম বুঝাইয়াছে, সেইরূপ ক্ষত্রিয়াদিও ব্রাহ্মণগণের দর্শন না পাওয়ায় শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছে, এই বচনেও কেবল কলির নিন্দা বুঝিতে হইবে।

মিতাক্ষরাকার বলিয়াছেন, যাহাতে পুণ্য নাই ও যাহা লোকাচারবিরুদ্ধ, তাহা ধর্ম্মানুগত হইলেও অনুষ্ঠেয় নহে। তাই কেহ কেহ বলেন, ন্যায়বর্ত্তী শূদ্র কথনও বৈশ্যত্ব লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু ইহা লোকাচারবিরুদ্ধ হইলেও মদনপারিজাত-ধৃত স্মৃতি-বচনানুসারে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, লৌকিক বাক্য এবং স্মৃতিবাক্য এতদুভয়ে বিরোধ ঘটিলে স্মৃতিবাক্যই প্রামাণ্য অর্থাৎ স্মৃতিবাক্য অনুসারে কার্য্য করিবে। সুতরাং সৎশূদ্রের বৈশ্যত্বের বাধা নাই এবং অন্যান্য বিরুদ্ধবচনগুলিরও পণ্ডিতগণ এইরূপ সঙ্গতি-অনুসারে সামঞ্জস্য করিবেন।]

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে বঙ্গের সৎশূদ্রেরা বৈশ্য। কিন্তু সংকলিত ব্যবস্থায় বৈশ্যত্ব গ্রহণের প্রস্তাব আছে; যাহারা বৈশ্য, তাহাদের আবার বৈশ্যত্ব গ্রহণ কেন? এমন প্রশ্ন হইতে পারে। ইহাতে বক্তব্য এই. যাহারা শূদ্র নামে পরিচিত, তাহাদিগকে সকলে বৈশ্য বলিয়া স্বীকার করিবেন না, সুতরাং বৈশ্যোচিত ক্রিয়া-কলাপ করিতে গেলে বাধা পাইবেন। এজন্য চলিত মতের অনুসরণ করিয়া সৎশূদ্রের বৈশ্যত্ব আনয়ন করিতে পারিলে প্রতিবন্ধক দূর হইবে বিবেচিত হওয়ায় ব্যবস্থা-পত্র উপরোক্তভাবে উপস্থিত করা হইয়াছে। অনেকে কহিবেন, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের মধ্যে বৈশ্যধর্ম্মী নাই কি? তাহারা কি বৈশ্য হইবে? এস্থলে আমাদের সে কথার উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক। কোন প্রকার অধিকার থাকিলে তাহা হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করা অন্যায়। স্বর্গাৎ স্বর্গং সুখাৎ সুখং, ইহাই সকলে প্রার্থনা করে। সৎশূদ্রের আনুষ্ঠানিক বৈশ্য হইবার মত দেশাচারবিরুদ্ধ, ইহা সত্য; কিন্তু আচার আপনা হইতে হয় না। পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহা দাঁড়াইয়া যায়। মালাকার, তন্তুবায় প্রভৃতি এক একটি জাতির সমগ্র লোককে আনুষ্ঠানিক বৈশ্য হইতে হইবে। নতুবা ভোজ্যান্নতা এবং বিবাহ ক্রিয়া রক্ষা হইতে পারে না। উক্ত জাতিগুলির মধ্যে তাবৎ লোকের বৈশ্যবৎ গুণ কর্ম্ম থাকা অসম্ভাবিত; ইহার উত্তর এই, অধিকাংশ ব্যক্তির গুণকর্ম্মের সাম্য থাকিলেই একটি শ্রেণী গঠিত হইতে পারে, সুতরাং ব্যক্তিবিশেষের বৈশ্যবৎ গুণ কর্ম্ম না থাকিলেও তিনি সেই সমাজে থাকিতে পারেন। কিন্তু আগরওয়ালা প্রভৃতি যেমন বৈশ্য হইলেও তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীর পরিচায়ক নাম হইয়াছে, বাঙ্গালী বৈশ্যের তদ্রূপ সৎগোপ বৈশ্য, তাম্বুলী বৈশ্য প্রভৃতি বৈশ্যত্বের ভেদ অবশ্যম্ভাবী। রক্ষণশীলগণ কহিবেন, বর্ণাশ্রমবিভাগ পৃথিবীতে ব্রতধারণমাত্র, তাহার উদ্দেশ্য ঐহিক নহে, পারলৌকিক কল্যাণ সাধন; সুতরাং যে যেমন আছে, তাহার সেই অবস্থায় থাকিয়া আশ্রম-ধর্ম্ম রক্ষা করা উচিত। এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য, অতি সহজ কথায় বলিতে গেলে দেখাইতে পারি আমাদের পরলোক ইহলোকের আদর্শে গঠিত। ইহলোকে অগ্রসর হইতে পারিলে—পরলোকে আরও অগ্রসর হইতে পারিব, জন্মান্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে না। যতটা অগ্রসর হইয়া থাকা যায়, ততই শ্রেয়স্কর।

ধর্ম্ম, ভাষা, রাজ্য, জাতি বা বাণিজ্যের জীবনী-শক্তি না থাকিলে তাহাদিগের বিলোপ ঘটে। অগ্নিতে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়া যেমন উহাকে সতেজ রাখিতে হয়, সেইরূপ উপরি উক্ত বিষয়ের উন্নতিসাধনের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা না করিলে তাহার জীবন্ত-ভাব রক্ষা পায় না। ধর্ম্ম ও জাতির জীবনীশক্তি হ্রাস পাইতেছে কিম্বা বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা পূর্ব্বাপর অবস্থার তুলনা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। হিন্দুধর্ম্মের উন্নতি করিতে হইলে, তাহার সংকীর্ণতা দূর করিয়া উদারতা বৃদ্ধি করা উচিত। জাতি-ভেদ, হিন্দুত্বের একটি প্রধান লক্ষণ। অতএব তাহা রক্ষা করা ও তাবৎ জাতিকে উন্নত করিতে সযত্ন হওয়া বিধেয়। আমাদের বিভিন্ন জাতির একপ্রাণতা, ধন ও অধিকার বৃদ্ধি করিতে হইবে।

ভারতবর্ষ ভিন্ন, পৃথিবীর অন্যত্রও প্রকারান্তরে জাতিভেদ প্রচলিত আছে। ইয়ুরোপে বর্ণভেদ ও স্পর্শদোষ না থাকিলেও, অভিজাতবর্গ সাধারণ লোকের সহিত আহার বা বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন না। তবে তাঁহাদিগের সমাজে গুণ ও ক্ষমতা লাভ করিতে পারিলে নীচও মহৎ হইতে পারেন। তখন তিনি আর অনাচরণীয় থাকেন না। ইহা তথাকার সামাজিক জীবনীশক্তির নিদর্শন। অধুনা বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণেতর জাতির অনেকে উচ্চশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইতে সযত্ন হইয়াছেন। বস্তুতঃ আত্ম-সম্মান-বোধ না থাকিলে, মহৎ হইবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে না, মহৎ হইতে পারাও যায় না। সৎশূদ্রের মধ্যে বৈদ্য ও কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়, মধ্যম শূদ্রের অন্তর্গত সুবর্ণ-বণিকেরা বৈশ্য ও অন্ত্যজ শ্রেণীস্থ চণ্ডালজাতি শূদ্রত্ব লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছে। ইহা তাঁহাদের সামাজিক জীবন্ত-ভাবের পরিচায়ক।

আপন উন্নতির জন্য স্বয়ং সচেষ্ট হইতে হয়। স্বজাতির অধিকার-বৃদ্ধি অপর শ্রেণীর দ্বারা হইতে পারে না। নবীন-জাতি-ভুক্ত ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে যে প্রাচীন জাতির অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহাদিগকে তদনুযায়ী উপপদ ও শৌচাচার গ্রহণ করিতে হইবে। কায়স্থগণ, বিবাহাদির সঙ্কল্পে দাস-মিত্র স্থলে বর্ম্মমিত্র বাক্য পাঠ করুন। তাঁহাদিগের স্ত্রীলোকের পক্ষে দাসীর পরিবর্ত্তে দেবী উপাধি ব্যবহার কর্ত্তব্য। অশৌচাদি আচারে কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়োচিত ব্যবহার অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। উপনয়নসংস্কার

যাহাতে তাঁহাদিগের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হয়, তৎপক্ষেও রীতিমত চেষ্টা করা বিধেয়।

বাঙ্গালার সৎশূদ্রের অন্তর্গত জাতিগুলি এমন সদাচারনিরত যে, ভারতের অন্যান্য স্থলের শূদ্রের তুলনায় তাঁহাদিগকে দ্বিজাতি বলিলেও দোষ হয় না। বঙ্গীয় বৈদ্য, কায়স্থ ও নাপিত ভিন্ন অপর সকলে বৈশ্যবৃত্তিধারী। কাংস্য-বণিক, গন্ধ-বণিক ও স্বর্ণকারগণ পশ্চিমোত্তর অঞ্চলে বৈশ্য মধ্যে পরিগণিত ও যজ্ঞোপবীতধারী। অতএব বাঙ্গালার সৎশূদ্রগণ, শাস্ত্রাধ্যায়ী ও ক্রিয়াবান্ হইয়া শূদ্রনাম পরিত্যাগ করিতে সযত্ন হউন। গন্ধবণিক, কাংস্যকার, শঙ্খ-কার, কর্ম্মকার, তৈলী, তন্তুবায়, তাম্বুলী, মোদক, বারুই, কুম্ভকার, মালী ও সৎগোপ প্রভৃতি জাতি দাস উপাধির পরিবর্ত্তে বৈশ্যোচিত 'ভূতি' উপাধি ব্যবহার করুন।

"শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মা ত্রাতা চ ভূভুজঃ।
ভূতির্দত্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ।"
(কল্লুকভট্ট-ধৃত যম-বচন)

মাড়ওয়ার-নিবাসী বণিকদিগকে ভূতি উপপদ ব্যবহার করিতে দেখা যায়। রাজস্থান ও গুর্জ্জর নিবাসী বৈশ্যগণের মধ্যে উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে স্বেচ্ছাচারিতা দৃষ্ট হয়। কেহ বা গৃহস্থ হইয়া প্রৌঢ় বয়সে যজ্ঞোপবীত প্রাপ্ত হন। অপরে উহা গ্রহণ-বিষয়ে আদৌ মনোযোগী নহেন। সুতরাং যজ্ঞোপ-বীতের অভাবে বৈশ্যত্বের হানি হয় না।

উগ্রক্ষত্রিয় জাতির নামের সহিত ক্ষত্রিয়ত্ব রহিয়াছে। ক্ষমতার অভাবে তাঁহারা সে সম্মানের অধিকারী নহেন। বাঙ্গালার বৈদ্যগণকে এক্ষণে শূদ্র বলিয়া স্বীকার করাইতে পারা যায় না, ইহা তাঁহাদের শাস্ত্রালোচনার ফল। অপরাপর জাতি শাস্ত্রালোচনা করিলে উচ্চ হইতে পারিবেন। হিন্দুর জন-সংখ্যার ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ শূদ্রনামে ঘৃণিত। তাঁহাদের মধ্যে সমর্থ ব্যক্তিগণ রীতিমত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলনা আরম্ভ করিলে নিশ্চয় গৌরবান্বিত হইবার পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিবেন। বৈদ্য জাতিতে যেমন রাজা রাজবল্লভ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কার্য্য-বিশেষের

ব্যয়ভার গ্রহণ করিবার জন্য অন্য জাতিতে তদ্রূপ মহাপুরুষের আবির্ভাব আবশ্যক। বৈদ্যদিগের উপবীত গ্রহণের সম্মান, রাজা রাজবল্লভ দ্বারা অর্জ্জিত।

মুসলমান ও খৃষ্টানের সংশ্রবে থাকিয়া আমাদের প্রচলিত জাতিভেদের প্রতি ক্রমশঃ অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতেছে। যিনি যে জাতীয় হউন না কেন, তাঁহার গুণ ও ক্ষমতার মান্য হইয়াছে। নিম্নজাতীয় অধিকাংশ ব্যক্তি যোগ্যতা লাভ করিলে সেই জাতি অবশ্যই শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারে। অতএব কতকগুলি জাতির এক্ষণে বৈশ্যত্ব লাভ চেষ্টার প্রস্তাব অসাময়িক হইতেছে, এমন মনে করা কর্ত্তব্য। ভারতে অধিকাংশ লোক জ্ঞানালোক-বর্জ্জিত; তাহাদের মতে বর্ণভেদ সম্মানের নিদান। এই হেতু সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই সামাজিক সম্মানের সময় বর্ণভেদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

নবশাখা শব্দ সংক্ষিপ্ত আকারে নবশাখ এই আকার ধারণ করে। উহা সংস্কৃত হইয়া নবশায়ক শব্দের উৎপত্তি করিয়াছে। পৌরাণিক আকার ধারণ করিতে হইলে সংস্কৃত পরিচ্ছদ গ্রহণ করা আবশ্যক, এজন্য বাঙ্গালা নবশাখ সংস্কৃতে নবশায়ক হইল। কথিত আছে, পরশুরামের নিঃক্ষত্রিয়করণে নয়টী জাতি সহায়তা করিয়াছিল। সেই জন্য তাহারা শায়ক অর্থাৎ বাণস্বরূপ গণ্য হয়। শব্দকল্পদ্রুমে পরাশর সংহিতার নামে যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, আমরা মূল গ্রন্থে তাহা দেখিতে পাইলাম না। অতএব নবশায়ক শব্দটি এখনও শাস্ত্রীয় হয় নাই। নবশাখ পরিচায়ক কয়েক প্রকার শ্লোক দৃষ্ট হয়, বোধ হয় তাহাতে প্রাদেশিক বৈষম্য আছে। যথা—

নবশাখা।

১। গোপালস্তৈলিক তন্ত্রীমালি মোদক বারুজিঃ।
কুলাল কর্ম্মকৃত্কুন্দো নবশাখা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
উদ্ভট (কলিকাতা রিভিউ)

২। মালাকারঃ কর্ম্মকারঃ শঙ্খকারঃ কুবিন্দকঃ।
কুম্ভকারঃ কাংসকারঃ এতে ষট্ শিল্পিনোবরাঃ॥

সূত্রধারশ্চিত্রকরঃ স্বর্ণকার স্তথৈবচ।
গৌণকল্পশ্চ বিজ্ঞেয়ো-নবশাখঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

উদ্ভট (নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা)

৩। গোপনাপিত ভালাশ্চ তথা মোদক কুবরৌ।
তাম্বূলি পর্ণকারৌচ করণা বণিকাদয়॥
এতে সৎশূদ্র জাতাশ্চ নবশাখা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

উদ্ভট (নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা)

নবশায়ক।

৪। গোপোমালী চ তাম্বূলি কাংসার তন্ত্রী সাংখিকাঃ।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিত নবশায়কাঃ॥

(আনন্দ ভট্ট)

৫। তৈলিগোপ স্তথা মালী তাম্বূলি বণিক বারুজিঃ।
কুম্ভকারঃ কর্ম্মকারঃ নাপিতো নবশায়কাঃ॥

উদ্ভট (কলিকাতা রিভিউ)

৬। গোপমালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক বারুজিঃ।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ॥

উদ্ভট (শব্দকল্পদ্রুম)

উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে দৃষ্ট হইবে, নবশাখ এক প্রকারের নহে। যে প্রদেশে সমশ্রেণীর যে কয়েকটি জাতির বাস ছিল, তন্মধ্য হইতে নয়টী গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাতে নবশাখের মধ্যে জাতির প্রভেদ গ্রহণ করিলে শ্লোক কয়টির সমন্বয় হইতে পারে। নব শব্দ সংখ্যাবাচক না হইয়া যদি নবীন এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাতে নানাবিধ জাতির উল্লেখ হইলেও শাখা

শব্দের বিশেষণ হওয়ায় অসঙ্গত হইবে না। নবশাখ বা নবশায়ক যাহাই বলুন, তাম্বূলী জাতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

নবশাখের মধ্যে যাঁহারা অধিক উন্নত হইয়াছেন, বাঙ্গালী সমাজে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোন ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে সকল গুলি অঙ্কুরিত হয় না। কতকগুলি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। যে বীজ অধিকতর পুষ্ট ও অনুকুল অবস্থা লাভ করিতে পারিয়াছে, কেবল সেই গুলিই অঙ্কুরিত হইয়া সতেজে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাম্বূলী বংশ তদ্রূপ যোগ্যতরের সংরক্ষণ স্মরণ রাখিয়া সমাজক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়মানুযায়ী যোগ্য হইবার উপায় অবলম্বন করিলে বঙ্গের মুখোজ্জ্বল করিতে পারিবেন। সমাজ ও মানব, মানব ও পশু, জীব ও উদ্ভিদ্, চেতন ও জড়ে দ্বৈতভাব নাই ও একমেবাদ্বিতীয়ং নিয়মের অধীন।

সম্বন্ধ-নির্ণয়।

পরশুরাম লিখিয়াছেন, শিবঘর্ম্ম হইতে তাম্বূলি উৎপন্ন হইয়াছে।

যখন করিল শিব সমুদ্র মন্থন।
মন্থন হইতে বিষ হইল উপার্জ্জন ॥
বিষ অগ্নি দাবানলে পৃথিবী ভস্ম হয়।
সেই বিষ ভক্ষণ করিল শিব মহাশয় ॥
বিষ পানে সদানন্দ ঢলিয়া পড়িল।
পার্ব্বতী আসিয়া শিবে চেতন করিল ॥
কণ্ঠেতে রাখিয়া বিষ পরম যতনে।
নীলকণ্ঠ নাম হইল তথির কারণে ॥
কপালের ঘাম পুঁছি তাম্রের কষায় ধরি।
অঙ্গের মলা তাতে দিলেন ত্রিপুরারি ॥
সেই মলা হতে হইল পুরুষ রতন।
শিব খ্যাতি নাম দিলেন নারায়ণ ॥
দিনে দিনে সেই পুরুষ বাড়িতে লাগিলা।
হিমাবতী নাগ-কন্যা তারে বিভা দিলা ॥
কতদিনে হিমাবতী গর্ভবতী হইল।
তাহার গর্ভেতে এক পুরুষ জন্মিল ॥
সর্ব্ব সুলক্ষণ পুরুষ দেখি ত্রিলোচন।
তাম্বূল-পুত্র বলে নাম দিলেন নারায়ণ ॥
শিবখ্যাতি পিতা মাতা হিমাবতী।
তাহার গর্ভেতে হইল তাম্বূলি উৎপত্তি ॥
এই মত হইল তাম্বূলির জনম।
ধর্ম্মের আজ্ঞায় কহে দ্বিজ পরশুরাম ॥

পরশুরাম এই আখ্যান কোন পুরাণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, বা কল্পনার আশ্রয়ে বর্ণনা সরস করিয়াছেন, তাহা জানা যায় না। ফলিতার্থে দুইই এক। স্মার্ত্ত শিরোমণি যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, হিন্দুজাতিবিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, পূর্ব্বে কেবলমাত্র চারিটী জাতি ছিল ও শ্রেষ্ঠত্বনিবন্ধন ব্রাহ্মণেরা অপরাপর জাতির মধ্যে বলপূর্ব্বক বিবাহ প্রথা প্রচলন করিয়া কতকগুলিকে নিম্ন শ্রেণীভুক্ত করেন। আমার বোধ হয় অধিকাংশ অতিরিক্ত জাতি ব্রাহ্মণ দিগের কৌশলে কিম্বা ঐ সকল জাতির চারিটী আদিম জাতির অন্তর্নিবিষ্ট হওয়া অসম্ভব হওয়ায়, সঙ্কর নামে অভিহিত হইয়া উঠিয়াছে। অতিরিক্ত জাতির আদিসম্বন্ধে ব্রাহ্মণেরা যে মত প্রচার করিয়াছিলেন, কতকগুলি ইংরাজ লেখকের দ্বারা তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু আমার ইহা একেবারেই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। মনু কিম্বা অপর শাস্ত্রকার যে ভাবে নূতন কোন জাতির উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন, তদনুসারে কোন জাতি গঠিত হইতে, পারে না। প্রত্যেক অনিয়মিত বিবাহ এবং নিষিদ্ধ সঙ্গমের আবশ্যকীয় লিপি কি রক্ষিত হইয়াছিল? এবং ঐ সকল দলের সন্তান সন্ততি কি রাজাজ্ঞায় বিভিন্ন জাতিভুক্ত হয়? রাজসভায় প্রাধান্যলাভার্থ কীদৃশ ষড়যন্ত্র করিতে হইত, যাঁহারা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, ব্রাহ্মণেরা গ্রহাচার্য্যকে চর্ম্মকারের ঔরসজাত ও বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ দ্বারা বৈশ্যার গর্ভে উৎপন্ন বলিয়া কেন পরিচিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।” কল্পভেদ উল্লেখ করিয়া সামঞ্জস্য বিধানের প্রথা থাকিলেও ইতিহাসের চক্ষে বিভিন্ন পুরাণে জাতি সকলের উৎপত্তির কারণ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, সাক্ষ্য মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। পুরাণ নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস নহে, কল্পনার ক্রীড়া-প্রদর্শন পুরাণে দূষণীয় হইতে পারে না। পুরাণকার যে অতিরিক্ত জাতিকে যেমন সামাজিক সম্মানের অধিকারী দেখিয়াছেন, তদনুযায়ী অনুলোম প্রতিলোমের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পিতৃ ও মাতৃকুল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণ ভিন্ন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামে এক্ষণে কোন জাতি নাই। রাজপুতেরা ক্ষত্রিয়, বেনিয়ারা বৈশ্য, তদ্দিতর জাতিগুলি শূদ্র নামে খ্যাত। ব্রাহ্মণেরও গুণ ও কর্ম্মানুসারে অন্য নামে পরিচিত হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাঁহাদের ক্ষমতাবলে তাহা ঘটে নাই। তাম্বূলের ব্যবসায় করিবার পূর্ব্বে কখনই তাম্বূলি নামে কোন জাতি হয় নাই।

হিন্দুস্থানী তাম্বূলিদের সহিত নামগত একতা ভিন্ন আর কোন বিষয়ে আমাদের সাদৃশ্য নাই। অনৈক্য,—১ম বিধবার ব্রহ্মচর্য্য, ২য় চূড়াকরণ, ৩য় দীক্ষা, ৪র্থ গোত্রীয়তা, ৫ম অশৌচ-ব্যতিক্রম, ৬ষ্ঠ জীবিকান্তর। অতএব উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের খিলিব্যবসায়ীগণ বাঙ্গালী তাম্বূলির পূর্ব্ব পুরুষ কিনা, সন্দেহ হইতে পারে। যখন ভাষা বিভিন্ন হইয়াছে, তখন আচার ব্যবহার বিসদৃশ হওয়া অসঙ্গত নহে।

বিষ্ণুপুর অঞ্চলের বারুইগণ দ্বিজপাত্র নামে কোন ব্যক্তির পূজা করিয়া থাকেন, সেই পূজার নামান্তর তাম্বূলি পূজা। হরগৌরী পূজার সময় দেবীর পার্শ্বে মৃণ্ময় দ্বিজপাত্রের মূর্ত্তি চণ্ডীমণ্ডপে অনেকে নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কুচিয়াকোলে প্রাপ্ত আমাদের কুলজীতে দৃষ্ট হয়, দ্বিজপাত্রের পুত্রের নাম হরানন্দ; এবং পরশুরাম দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরানন্দ। পরশুরামের ভণিতায় তাঁহাকে দ্বিজ কহা হইয়াছে। এখন অনুমান করিতে পারি, দ্বিজপাত্র সংক্ষিপ্ত আকারে দ্বিজপদবাচ্য হইয়াছে। তাম্বূলির কুলজী লিখন ও সামাজিক নিয়ম প্রবর্ত্তনে পরশুরামকে দেখিতে পাওয়া যায়। তখন তাঁহাকে স্বজাতীয় বলিয়া বোধ হয়। কি গুণে তিনি দ্বিজপাত্র হইয়াছিলেন, জানিতে পারা যায় না। পরশুরাম নিরঞ্জনের দাস ছিলেন ও ধর্ম্মের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেন।

নিরঞ্জন দাস সে ব্রাহ্মণের নফর।
তার পুত্র হরানন্দ গুণের সাগর॥
দূত দিয়া ডাকিয়া তাহারে আনিল।
প্রজার পালন হেতু তারে নিয়োজিল॥
পুত্রবৎ করিয়া পালিল প্রজাগণ।
দ্বিজপাত্র নাম থুইল সে কারণ॥

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্, এ, প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এক্ষণে যে ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজা প্রচলিত আছে, তাহা বৌদ্ধ। সুতরাং পরশুরামের

পরশুরাম দাসের পুত্রগণ।

১ম হরানন্দ, ২য় গুণাকর, ৩য় রতিনাথ, ৪র্থ কেশব, ৫ম কামদেব, ৬ষ্ঠ, অনিরুদ্ধ, ৭ম শঙ্কর, ৮ম * * ৯ম লোকনাথ, ১০ম জনার্দ্দন, ১১শ * * ১২শ রঘুনন্দন, ১৩শ জয়কৃষ্ণ, ১৪শ কলানিধি।

ধর্ম্মকে বৌদ্ধ রত্নত্রয়ের অন্যতর কহিতে হইবে। শাস্ত্রী মহাশয় শুনিয়াছেন, বাঙ্গালায় অন্যান্য জাতির যে কুলজী পাওয়া গিয়াছে, তাহার আরম্ভে অনাদ্যের নমস্কার দৃষ্ট হয়। ইহাতে তিনি অনুমান করেন, এই সকল জাতি বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিল। ব্রাহ্মণ্য মতে প্রবিষ্ট হইলে এই জাতিগুলিকে নবশাখ বা নূতন শাখারূপে গণ্য করা হইয়াছে। ঘনরাম ও তদীয় আদর্শ ময়ূরভট্টের কাব্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের পরিবর্ত্তে সদ্গোপ এবং বারুই-গণের রাজত্ব বর্ণিত হইয়াছে। রাজা হইলে ক্ষত্রিয় হওয়া যায় বটে, কিন্তু পালরাজগণ সদ্গোপ ছিলেন, বোধ হইতেছে। ইহারা ভারতীয় বৌদ্ধ-যুগের শেষ রাজা। এখনকার যেমন ব্রাহ্ম, তৎকালে সেইরূপ বৌদ্ধ। একই ধর্ম্মাবলম্বী লোকের বিভিন্ন সম্প্রদায়। পৌরাণিকগণ বৌদ্ধ যুগকে কলিকালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বৌদ্ধমতাবলম্বীরা ব্রাহ্মণ্য মতের আশ্রয় লইলে, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হউন, ক্রিয়ালোপ বশতঃ শূদ্ররূপে গণ্য হইলেন; এইজন্য বাঙ্গালায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-খণ্ডে গোপকে বৈশ্য বলা হইয়াছে; মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাজপেয় যজ্ঞের অবসানে সদ্গোপকে বৈশ্যের মাল্য প্রদান করেন। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন শিরোমণি বিবেচনা করেন, ক্রিয়ালোপ ও ব্রাহ্মণের অদর্শন হেতু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কি কারণে ক্রিয়ালোপ হইয়াছিল, তাহার কারণ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈশ্যত্বের লক্ষণ-অনুসারে তাম্বূলিগণ শূদ্র নহে। তাঁহারা যদি হিন্দু ধর্ম্মের সকল ক্রিয়াকলাপে অধিকারী হইতে চাহেন, বৈশ্যত্ব গ্রহণ করুন।

বর্দ্ধমান অতি প্রাচীন নগর। অনেকবার ইহার স্থান পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বহু রাজবংশ এই স্থান শাসন করিয়াছেন। তাম্বূলি বণিকগণ প্রথমতঃ এখানে বাস করিয়া গণনীয় ব্যক্তি হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের বংশ বহু-বিস্তৃত হইল। ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে বল্লাল সেনের সময় সম্মানিত তাবৎ জাতির মধ্যে মর্য্যাদার তারতম্য স্থাপিত হইয়াছিল। তৎকালে ইহাদের মধ্যেও কৌলিন্য প্রবর্ত্তিত হয়। রামজীবন কৃত কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে।

দেব-অংশে জন্ম বল্লাল নৃপমণি।
যে করিল সেই হইল আচরণি॥

জাতিমালা আদি করি নির্দ্দিষ্ট করিল।
বিশেষিয়া ব্রাহ্মণের কুলজী বর্ণিল॥
যে দেশে যেখানে স্থানে স্থানে ছিল।
সেই দেশী গ্রামবাসী তাহাতে লিখিল॥

এতদনুসারে যে কুল-কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা পাওয়া যায় না। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমান-রাজত্ব আরম্ভ হইবার, বহুবৎসর পরে সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দিতে পরশুরাম তাম্বূলীর কুলজী লিখিয়াছিলেন। কেননা, পরশুরামের কুলজীতে আমেদপুর, ইছলা-বাজার প্রভৃতি তাম্বূলিগণের বাসগ্রামের এবং খাঁ ও পিরি প্রভৃতি তাহাদের উপাধির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

আনুমানিক ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানের আদিসমাজের সহিত মনান্তর ঘটাতে শ্রীমন্ত পাল ও ষষ্ঠীবর সিংহ কর্ত্তৃক বৈঁচিগ্রামে তাম্বূলিগণের একটী পৃথক দল স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা ১৪ গ্রামী সমাজ নামে খ্যাত হয়।

দ্বারবাসিনী, বেলে, জাঙ্গিপাড়া বাটী।
কৃষ্ণনগর, চাঁচোয়া আর দোয়ার হাটী॥
দিপে, গুপীনাথপুর মধ্যে খাঁড়েশ্বরপুর।
চাঁদবাটী, আদি করে বালগড় দূর॥
বড়শূল, ফতেপুর, আর কর্জ্জনা গ্রাম।
যথা হতে আসিলেন যিনি তাহাকে প্রণাম॥

আদিসমাজ বর্দ্ধমানের অন্তর্গত যে কয়েক খানি গ্রামের অধিবাসীর সহিত একতা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, তাহার সংখ্যা ৪২ বিয়াল্লিশ।

দশপুর, আমোদপুর, সাতগেছে নাম।
মাদপুর, কাইগ্রাম, পলাশডাঙ্গা ধাম॥
সিউড়ী, কেশেড়া, পলাশন, গন্ধপুর।
চাকুলে, ছাতিনে, দাসপুর, নিলপুর॥
দুয়ারবাসিনী, কুচুট, কালেশ্বর।
পুনকুট্যা, সিঙ্গারকোণ, রাধানগর॥
কাটোয়া, কড়ার, কোগ্রাম, পুরগ্রাম।
শাঁচড়া, পাঁচড়া, মহানন্দা, মধুগ্রাম॥

বাইচী, বড়ুয়া, বটগ্রাম, বড়বেলুন।
জগদাবাজ, ইড়্লে-বাজার, ছোটবেলুন॥
তেলকুপী, কর্ণ, গজস্কন্ধ, ঝাঙ্গুর।
চাইদ, নাড়িচে, সাটনন্দাদী, দেপুর॥

অতএব এক্ষণ হইতে তাঁহারা ৪২ গ্রামী নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। এই বিয়াল্লিশের অন্তর্গত অনেকগুলি গ্রামে অদ্যাপিও আদি সমাজ বাস করিতেছেন।

৪২ গ্রামী তাম্বূলিরা বেহার হইতে বর্দ্ধমানে আসিয়া থাকিবেন। আসামে স্বভাবতঃ তাম্বুল উৎপন্ন হয়। নাগ এই প্রদেশের পার্ব্বত্য জাতি বিশেষ অর্থাৎ নাগাগণ যেখানে বাস করে, সেই স্থানকে নাগলোক বলিতে পারা যায়। এই প্রদেশে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তাম্বূলের অপর নাম নাগবল্লী। পরশুরাম লিখিয়াছেন, নাগলোক হইতে পান আনীত হয়।

ধর্ম্মের বচনে পুরুষ গমন করিল।
নাগলোক মধ্যে গিয়া উপনীত হইল॥
পুরুষের রূপ দেখি নাগের নন্দিনী।
মায়ের নিকটে কহে যোড় করি পাণি॥
এই পুরুষে আমি করিব বরণ।
শুনিয়া নাগিনী হইল আনন্দিত মন॥
স্বামির নিকটে তবে বলে এ বচন।
তোমার কন্যা এই পাত্রে করিবে বরণ॥
শুনি নাগরাজ তবে পাত্রেরে আনিল।
কোন বংশে জন্ম বলি তারে জিজ্ঞাসিল॥
তাম্রকুণ্ডে ধর্ম্মরাজ করিল সৃজন।
শুনি নাগরাজ তবে আনন্দিত মন॥
দুহিতা আনিয়া নাগ সম্প্রদান কৈল।
তাম্বূল যতেক আনি পুরুষেরে দিল॥
তাম্বূল লইয়া পুরুষ হরষিত অন্তরে।
যোড় হস্ত হ'য়ে বলে নাগের গোচরে।

অবিলম্বে যাব আমি মরত ভুবনে।
এই নিবেদন করি তোমার চরণে॥
শুনি নাগরাজ তবে বিলম্ব না কৈল।
কন্যা সহ জামাতারে বিদায় করিল॥
অবিলম্বে গেল তবে মরত ভুবনে।
তাম্বুল লইয়া সেবা কৈল মুনিগণে॥
এই ত হইল তাম্বুল পত্র উপাদান।
ধর্ম্মের আজ্ঞায় কহে দ্বিজ পরশুরাম॥

এই লতা কৃষকগণ আসাম হইতে বেহার লইয়া গিয়া থাকিবে। বেহার প্রদেশের বাতাবরণ অনুকুল না হওয়ায়, বরজ নির্ম্মাণ করিয়া উক্ত লতা রক্ষা করিতে হইয়াছে। যাহারা এই কার্য্য করে, তাহাদের নাম বারুই। পান প্রথমে পর্ণ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল। তাহাতে মসলা সংযুক্ত করিয়া ব্যবহার করিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইলে, তাম্বূল নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রকৃত পক্ষে মসলা সংযুক্ত খিলিই তাম্বূল। যাহারা পানের খিলির ব্যবসায় করে, তাহারা তাম্বূলি।

কালক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে জীবনধারণের জন্য উপায় অন্বেষণ করিতে স্থানান্তরে যাওয়া আবশ্যক হইল। বর্দ্ধমান হইতে তাম্বূলিগণের একটী সম্প্রদায় বাঁকুড়ার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর অঞ্চলে গিয়া বাস করিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের অধিবাসী ছিলেন, এজন্য অদ্যাপিও আপনাদিগকে বর্দ্ধমানিয়া বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের পূর্ব্বসমাজের নাম ৪২ গ্রামী ছিল, এজন্য তাঁহারা ৪২ গ্রামী নাম ত্যাগ করিতে চাহেন না। বর্দ্ধমান হইতে ইঁহারা অনেক দূরে আছেন এবং আপনাদের মধ্যে বিভিন্ন গোত্রেরও অভাব নাই, এজন্য বর্দ্ধমানের আদিসমাজের সহিত ইঁহারা সর্ব্ব প্রকারে সংশ্রব-শূন্য হইয়াছেন। ইঁহারা যে বর্দ্ধমান হইতে আসিয়াছেন, ইঁহাদের কৌলিক পরিচয়ে তাহা অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইতেছে। যথা, চাকুলের দে, গজস্কন্ধ দত্ত, বটগ্রামী দত্ত ও বড়য়ার দত্ত। ইহার অর্থ অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, যে চাকুলে, গজস্কন্ধ, বটগ্রাম ও বড়য়া গ্রামে উক্ত দে এবং দত্ত বংশের পূর্ব্বে বাস ছিল। এই চারি খানি গ্রাম বর্দ্ধমানের অন্তর্গত।

এইরূপে কতকগুলি ব্যক্তি বাঁকুড়ার সন্নিকটে রাজহাট গ্রামে আসিয়া গজস্কন্ধ, বটগ্রাম ও বড়য়া শব্দ উপাধির সহিত ব্যবহার করিতেছেন এবং বিভিন্ন সমাজ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা কহেন, যে কেবল জীবিকার জন্য নহে, পরন্তু মুসলমানের অত্যাচারে তাঁহারা স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন।

বর্দ্ধমানের মায়াপুর হইতে তাম্বূলিগণের একটী সম্প্রদায় জাহানাবাদে গিয়া বাস করেন। তাঁহারা আদি ৪২ গ্রাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেব্যরাজ, হেলান, সেনপুর, কুশপাতা, পোল, পাতুল, বাগড়া, ও বড়াম প্রভৃতি ৮ খানি গ্রামে আপনারা বাস করিয়াছিলেন; একারণ তাঁহাদের সমাজকে অষ্ট-গ্রামী সমাজ বলে। ইহাদের আদান প্রদান এই ৮ খানি গ্রামের মধ্যেই আবদ্ধ রহিল। তাঁহারা পূর্ব্ব ইতিহাস বিস্মৃত হইয়াছেন ও এক্ষণে বর্দ্ধমানের ৪২ গ্রামী সমাজের সহিত পূর্ব্বসম্পর্ক স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু যখন দে এর দে অর্থাৎ দেপুর নিবাসী দে ও তেলকুপীকর বা তেলকুপী গ্রামনিবাসী করবংশ বলিয়া পরিচয় দিতে হইতেছে, তখন ৪২ গ্রামীর সহিত সম্পর্ক প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে।

অষ্টগ্রামী সমাজে কুলীনের মান্য অত্যধিক। কতকগুলি লোকের তাহা সহ্য না হওয়ায়, তাঁহারা আবার পৃথক সমাজ স্থাপন করিয়াছেন। তাহার নাম চতুর্গ্রামী। সেই চারিখানি গ্রামের নাম যথা;—সেনপুর, বিষ্ণুপুর, পাতুলসাঁড়া ও দেগ্রাম। ইহাদের মধ্যেও দে এর দে এবং বটগ্রামী দত্ত আছেন।

যে তাম্বূলি সম্প্রদায় আদিসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বর্দ্ধমানের দক্ষিণ অংশে গিয়া বাস করিলেন, তাঁহারা দক্ষিণ-দাঁড়া নামে পরিচিত হইলেন। তাঁহারা আপনাদিগকে ৪২ গ্রামী বলিয়া জানেন। তাঁহারা দে এর দে, গজস্কন্ধ দত্ত ও বটগ্রামী দত্ত এই পরিচয় রক্ষা করিয়া ৪২ গ্রামিত্বের প্রমাণ দিতেছেন। পরন্তু আদি সমাজ হইতে অনেক দিন হইল, তাঁহাদের সংস্রব রহিত হইয়াছে বলিয়া, কর্ণপুরের স্থানে কর্ণসেনী সেন এবং চাকুলের দের পরিবর্ত্তে চোকালের দে বলিয়া উল্লেখ করেন।

দয়াল রক্ষিত উপাধিটীর অর্থ এই, যে রম্ভাবতী ও দয়াবতী এই দুই পূর্ব্বমাতৃকা হইতে রম্ভাবতী রক্ষিত ও দয়াল রক্ষিত বংশ উৎপন্ন হইয়াছে।

অষ্টগ্রামী সমাজে এই উপাধি প্রচলিত আছে। দক্ষিণদাঁড়া সমাজ হইতে ঐ পদবীধারী লোক অষ্টগ্রামী সমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, কিম্বা অষ্টগ্রামী সমাজের ঐ উপাধিধারী ব্যক্তি ৪২ গ্রামী থাকে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, স্থির করিতে পারিলাম না। দক্ষিণদাঁড়া সমাজের ৪২ গ্রামী নামটী আধুনিক। ১৪ গ্রামীর দৃষ্টান্তে ৪২ গ্রামী নামকরণ হইয়াছিল। এই দলাদলির বহু পূর্ব্বে বর্দ্ধমান হইতে এই দক্ষিণ দাঁড়ার দল সপ্তগ্রাম প্রদেশে বাণিজ্য উপলক্ষে আসিয়া বাসস্থান মনোনীত করিয়াছিল।

১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার রাজধানী সপ্তগ্রামের তটবিধৌতকারিণী জাহ্নবী অন্য দিকে প্রবাহিতা হওয়ায় বাণিজ্যপোত যাতায়াত করিতে অসমর্থ হয়। ইহাতে নগর বিধ্বস্ত হইয়া যায়। সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধির সময় মুসলমান শাসনকর্ত্তা অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রজাকুল দিগন্তে পলায়ন করিয়া সম্ভ্রম রক্ষা করিতে লাগিল। তাম্বূলিগণ সেই কারণে গঙ্গা পার হইয়া কুশদহের নিকট গিয়া বাস করিলেন। ১৫৯০ হইতে ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রঘুনাথ চৌধুরী খাঁটুরাগ্রামে ইঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া বাসস্থান প্রদান করিলেন। আনুমানিক ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বৈঁচি হইতে একটী পরিবার এখানে আসিয়া মিলিত হইলেন। তদনন্তর ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে বর্গীর হাঙ্গামার সময় আরও কতকগুলি লোক নিরাপদ হইবার মানসে খাঁটুরায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইরূপে কুশদহ তাম্বূলিদের একটী পৃথক্ সমাজ রূপে পরিণত হইল। পূর্ব্বদেশে আসিয়া ইঁহারা দাম্পাল রক্ষিত, কর্ণপুরের সেন ও চাকুলের দে, এই উপাধি ধারণ করিয়া আজও রাঢ়ের স্মৃতি জাগ্রত রাখিয়াছেন। কিন্তু অনভিজ্ঞতার কল্যাণে কর্ণপুরের সেনকে কর্ণমুনি সেন এবং চাকুলের দে কে কাঁঠালে দে করিয়া লইয়াছেন।

৪২ গ্রামী দক্ষিণদাঁড়া ও ১৪ গ্রামীদের মধ্যে বর্ষাদি নামে কুলপূজা প্রচলিত আছে। বৈশাখী পূর্ণিমায় কেহ কেহ অতি সমারোহের সহিত মহামায়ার পূজা করিয়া থাকেন। পূজার অঙ্গ বলিদান পর্য্যন্ত দিতে ত্রুটী হয় না। শিব-দুর্গার সন্নিধানে জাতীয় বৃত্তির সহায়স্বরূপ চূর্ণের ঘট, তাম্বূলপত্র, জাঁতি ও কাতারি রক্ষিত হয়। কুশদহে সপ্তগ্রামী সমাজে এই পূজা প্রচলিত ছিল; এক্ষণে নাই। বর্দ্ধমানিয়া, রাজহাটী, অষ্টগ্রামী ও চতুর্গ্রামী সমাজ বৈষ্ণব।

অতএব শক্তিপূজা তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত থাকা সম্ভাবিত নহে। ইহাতে এই ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হইতেছে যে, তাম্বূলিরা পানের খিলির ব্যবসায় করিতেন। বাঙ্গালীর মধ্যে খিলি বিক্রয় করিবার প্রথা দৃষ্ট হয় না; ইহাতে অনুমিত হয় যে, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের খিলি-ব্যবসায়ীগণ বাঙ্গালায় আগমন করতঃ অন্য পণ্যজাত অবলম্বন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছেন।

নামের সহিত আমরা যে উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকি, পরশুরাম ইহাকে আশ্রম কহিয়াছেন। আশ্রমের সংখ্যা ৩৭ সাঁইত্রিশ।

দে, দত্ত, সেন, পাল, প্রধান চারি ঘর।
আশ, দাস, নাগ, নন্দী, হয় তার পর॥
কুণ্ডু, গুঁই, লাহা, তদপর হয় চেল।
সিংহ, রক্ষিত, দাঁ, চন্দ্র, এই ষোল মেল॥
কর, গণ, বর্দ্ধন, মৌলিক মধ্যে গণি। *
এন্দ, কেন্দ, বিট, পিরি, তৎপর বাখানি॥
চার, সার, শোঁ, শীল, নাদ, কচ, ধল।
রুদ্র, খাঁ, পরম, ঘোষ, হয় এক মেল॥
মাল, মুগুর, তদপর সর্ব্বশেষ ভুঁই।
এই তিন আশ্রমকে কদাচিৎ ছুঁই॥
সাঁইত্রিশ আশ্রম এই প্রত্যেকেতে (?) নাম।
বহু আদরেতে কহেন পরশুরাম॥

উল্লিখিত ৩৭ আশ্রমের মধ্যে ৩০টি প্রচলিত দেখা যায়। নন্দন নামে আশ্রম নাই, কিন্তু বর্দ্ধমানিয়া সমাজে এই আশ্রমের লোক আছেন। আশ্রমের পর্য্যায়ে পাঠভেদে বিভিন্ন উপাধি প্রবিষ্ট হইয়াছে। গাঁই সম্বন্ধেও তদ্রূপ। ইহাতে অনুমিত হয়, প্রকৃত পাঠ বিস্মৃত হইলে সভায় প্রশ্নোত্তর কালে যথা সম্ভব একটি পাঠ লাগাইয়া আবৃত্তি করতঃ অভিজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হইত। প্রসঙ্গ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বের সূচনা যথা;—

---

* কুচিয়াকোলের পাঠান্তর "বল্লালসেনি অষ্টাদশ ডাকিলেন কেনে।"

বন্দিব তাম্বূলি গোষ্ঠী চরণ কমলে।
যাহার প্রসাদে প্রাপ্তি বাসনা সকলে॥
জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধব বসিয়া একাসনে।
নিষ্পাপ শরীর হয় দর্শনে স্পর্শনে॥
পদরেণু পরশে পাপীর পরিত্রাণ।
দর্শনে দুর্গতি দূর দীপ্ত হয় প্রাণ॥
গয়া, গঙ্গা, গণ্ডকী, গোকুল, গোবর্দ্ধন।
গোদাবরী, দ্বারকা, যমুনা, বৃন্দাবন॥
প্রয়াগ, পুষ্কর, কাশী, শ্রীপুরুষোত্তম।
সরস্বতী, সেতুবন্ধ, সাগর সঙ্গম॥
অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, রেবতী, অবন্তিকা।
প্রভাস, পুষ্কর, কাশী, মুকুট, দ্বারকা॥
এই আদি অনেক তীর্থ আছে এ ভুবনে।
সর্ব্ব তীর্থের ফল হয় গোষ্ঠী দরশনে॥
গোষ্ঠীর গরিমা গৌরী (?) সম গণ্য।
গোষ্ঠীকে বিদিত তাহা নাহি হয় অন্য॥
তৃণ হয় পর্ব্বত পর্ব্বত হয় তৃণ।
গোষ্ঠীর নির্দ্দয় দয়া করণেতে চিন॥
যাহার ঘরেতে হয় গোষ্ঠীর গমন।
পাপ তাপ দুখ তার আপদ মোচন॥
নাহিক নিস্তার জ্ঞাতি বন্ধু যদি রোষে।
তাহার প্রমাণ গরুড়ের পাখা খসে॥
জ্ঞাতি-বাক্য না রাখিয়া রাজা দুর্য্যোধন।
সবংশে শতেক ভাই হইল নিধন॥

* * *

স্ববৃত্তি নিজ ধর্ম্ম নরের ভূষণ।
তাম্বূলি জাতির অন্য বৃত্তি না হয় শোভন॥

যত জীব বিধাতার সৃজন পৃথিবীতে।
এই মত জাতি-তত্ত্ব শুনি নাই কোন জেতে ॥
জিজ্ঞাসায় আলাপন অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ।
আদ্যোপান্ত কথা দুর্ব্বার এ তরঙ্গ ॥
ছাওয়ালে ছাওয়ালে কথা অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ।
কেহ ভক্ত কেহ বক্র লেগে যায় দন্দ ॥
গোষ্ঠীর বিচারে যার জয় পরাজয়।
জনক জননী ধন্য তার যশ হয় ॥
গোষ্ঠীকে করি আমি অসংখ্য প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ কর মোরে ভাগবত পুরাণ (?) ॥ *

মাল ও বৰ্দ্ধন অষ্টগ্রামী সমাজ, খাক্ বা খাগ্, মুগুর ও রুদ্র দক্ষিণ দাঁড়া সমাজ, ভুঞি ও নন্দন বৰ্দ্ধমানিয়া সমাজ ভিন্ন অপর ৭ সাতটি সমাজে প্রচলিত নাই। উপাধির অর্থ স্থির করা কঠিন। অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে, পূর্ব্ব পুরুষের নাম সংক্ষিপ্ত আকারে উপাধিরূপে ব্যবহৃত হয়। গুর্জ্জর ও মহারাষ্ট্রে পিতার নাম পুত্রের নামের পর উপাধি স্থলে ব্যবহার করিতে দেখা যায়। দেবদত্ত ও শান্তিরক্ষিত এই নাম দুইটীর অর্থ, দেবতা কর্ত্তৃক যে ব্যক্তি প্রদত্ত হইয়াছে ও শান্তি দ্বারা যে রক্ষিত হয়; এই নাম দুইটীকে যদি সংক্ষিপ্ত করিতে হয়, তবে দত্ত ও রক্ষিত থাকিয়া যাইবে। এই অংশ কৌলিক উপাধিতে পরিণত হইয়া দত্ত ও রক্ষিত বংশ-পরিচায়ক শব্দ হইবে। তাম্বূলিকুল যখন বিস্তৃত হইয়া পড়িল, বংশের পার্থক্য প্রদর্শনের জন্য প্রতিবাসীদিগের উপাধি গ্রহণ করিলেন। দত্ত ও রক্ষিত প্রভৃতি উপনাম তাহাদিগের নিজের বংশে উৎপন্ন হয় নাই। কুণ্ডু ইত্যাদি উপাধি ৭২ বায়াত্তর ঘর কায়স্থের মধ্যে লক্ষিত হয়। এঁদ্, কেঁদ্ প্রভৃতি অপভাষার

* গোষ্ঠীবন্দনা ও পরশুরাম দাসের কারিকা জয়পুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ দত্ত মহাশয়ের যত্নে পশ্চিমাংশ বর্দ্ধমান বা বাঁকুড়া জেলায় পরগণা বিষ্ণুপুরের অন্তর্গত কুচিয়াকোল গ্রামে শ্রীযুক্ত রামানন্দ দাস মহাশয়ের বাটীতে প্রাপ্ত লালপুরনিবাসী শ্রীকালিচরণ দের জন্য ১২৮০ সালের ৮ আশ্বিন লিখিত "জিজ্ঞাসা পড়ারখাতা" ও বাঁকুড়ার শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র দত্ত বি, এল, মহাশয়ের প্রেরিত পাঠভেদ দৃষ্টে সংগৃহীত।

শব্দের ন্যায় ৭২ ঘর কায়স্থের উপাধি আছে। ৪২ বিয়াল্লিশ পর্য্যায়ের ১৭ খানি গ্রামে ইদানীং বর্দ্ধমানের আদি ৪২ গ্রামী সমাজের বসতি আছে। তাহাদের নাম যথা ;—ছোট বেলুনী, মাধপুর, কাইগ্রাম, কাশিয়াড়া, ইছলে-বাজার, সাতগেছে, আমদপুর, ছাত্‌নী, জগদাবাদ, দেপুর, শিউড়ি, দাসপুর, নাড়িচে, নীলপুর, বটগ্রাম, সাটনন্দী ও কানপুর (কর্ণপুর)। অতএব এই সমাজকে আদি সমাজ বলা ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আদি সমাজে কুলজী রক্ষিত হয় নাই। বিষ্ণুপুরের বর্দ্ধমানিয়া সমাজ হইতে ইহা সংগ্রহ করিতে হইয়াছে।

তাম্বূলি কুলের সমগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। গোত্র অর্থে ঋষি বিশেষের যজমান শ্রেণী বুঝায়। ঋষির যিনি পুরোহিত, তাঁহাকে প্রবর কহে। বিশেষতঃ আমাদের পুরোহিতের গোত্রে গোত্র হইয়া থাকে, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে; সুতরাং স্বগোত্র হইলে স্ববংশ হইতে পারে না। মধুকৌল্য নামে যে গোত্র দেখা যায়, তাহা মৌদ্গল্য শব্দের অপভ্রংশ সন্দেহ নাই। মৌদ্গল্য গোত্রের প্রবরের সংখ্যা ৫ পাঁচ যথা :—ঔর্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য ও আপ্নুবৎ। শাণ্ডিল্য গোত্রের প্রবর :—শাণ্ডিল্য, অসিত ও দেবল। কাশ্যপ গোত্রের প্রবর ;—কাশ্যপ, অপসার ও নৈধ্রুব। ভরদ্বাজ গোত্রের প্রবর :—ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস ও বার্হস্পত্য। পরাশর গোত্রের প্রবর— পরাশর, শক্তি, ও বশিষ্ঠ। গর্গ গোত্রের প্রবর :—গর্গ, কৌস্তুভ ও মাণ্ডব্য।

তাম্বূলি সমাজে কোন বিশেষ উপাধিধারী ব্যক্তি সর্ব্বত্র কুলীন নহেন। গুণের পুরস্কার স্বরূপ বল্লাল কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন, নির্গুণের পক্ষে সে মর্য্যাদা ভোগ করা অনুচিত। যে সমাজে যিনি যোগ্য, তাঁহাকে কুলীন করা সঙ্গত হইয়াছে। এই জন্য কুলজীতে যেরূপ আশ্রমের মর্য্যাদা বর্ণন আছে, তাহার সহিত ঐক্য হয় না। আদি সমাজে চেল, দত্ত, পাল ও সেন কৌলিন্য সম্পন্ন। ১৪ গ্রামী সমাজে দত্ত ও সিংহ কুলীন। অষ্টগ্রামীতে দে, সেন, নন্দী, গুঁই, রক্ষিত ও লাহা। চতুর্গ্রামীতে দে, কুণ্ড, সেন ও গণ। দক্ষিণ-দাঁড়ায় দে, দত্ত, সেন, সিংহ, লাহা, রক্ষিত, দাঁ ও নন্দী কুলীন। বিষ্ণুপুরের কথা জানি না। বাঁকুড়া ও কুশদহ সমাজে কুলীন বলিয়া কেহ খ্যাত নাই। এক উপাধিধারীর মধ্যে সকলে কুলীন নহে। কুলীনের বংশ—

পৃথক। চারি প্রকার অনুষ্ঠান দ্বারা কুলীনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়। ১ম—মালাচন্দন, ২য়—অধিবাসের ডালা, ৩য়—পঙ্‌ক্তি-ভোজন এবং ৪র্থ—অনুমতি গ্রহণ। সকল সমাজে না হউক, অষ্টগ্রামীরা এই চারিটী অনুষ্ঠানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। আটঘর কুলীনের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র এক ঘর কৌলিন্য মর্য্যাদা গ্রহণের পাত্র আছেন। পাত্রের বাটীতে ক্রিয়া কলাপের সময় তিনি উল্লিখিত চারিটী সম্মান ব্যতীত বরণের যুগ্ম বস্ত্র ও অঙ্গুরীয় পাইয়া থাকেন। পাত ও ভাত তাঁহাকেই অগ্রে প্রদত্ত হয়। যজ্ঞে ঘৃত প্রদানের অনুমতি সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ কুলীনের নিকট লইতে হয়। বিবাহাদিতে গোষ্ঠী সভায় কর্ম্মকর্ত্তা কুলপতি দ্বারা উপস্থিত ব্যক্তিগণের নিকট অনুমতি গ্রহণ করেন। কর্ত্তার কুলীন কহেন, "স্থান বা থান, দল, ভাই, পাত্র, আত্ম, অন্তরঙ্গ, দশ উপাধিধারী দশজন" * মহাশয়দিগের অনুমতি হইলে শুভ বিবাহ বা অন্য কাজ আরম্ভ করিতে পারি। কুলীনের বাটীতে কার্য্য হইলে, তাঁহার ভ্রাতা বা অন্য প্রতিনিধি কুটুম্বমণ্ডলীতে উপরোক্ত বচন পাঠ করেন। যে কুলীনের পাত্র নাই, তিনি নিরংশী ভাই। কুটুম্বিতার কাগজে কুলীনদিগের সহিত বাগড়ার নন্দীর নাম লিখিত হয় না। মর্য্যাদার টাকা মোড়কে করিয়া স্বতন্ত্র রাখা হয়, এই জন্য উঁহাদিগকে "মোড়কের নন্দী" বলা হয়। আশ কুলীন না হইলেও মৌলিক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অথচ কোন কুলীনের নির্দ্দিষ্ট পাত্র নহেন। তাঁহারা যে কোন কুলীনকে কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত করিতে পারেন। কাগজে তাঁহাদের নাম হেঁকাতে বা বক্রভাবে লেখা হয়। অন্যান্য সমাজে যেমন একজন কুলপতি থাকেন, অষ্টগ্রামীদেরও তাহাই। তিনি উপস্থিত থাকিলে কর্ম্মকর্ত্তা যে কুলীনের পাত্র, তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া, মুখ্য কুলীনকে মালা দিবেন। ১৪ গ্রামী সমাজে মালাধর সেন উষ্ণীষ ধারণ করিয়া সভায় আসিতেন। পাগড়ী দেখিলে মালাচন্দন প্রথমে কাহাকে দিতে হইবে, সকলে বুঝিতে পারিতেন। অষ্টগ্রামী সমাজে বিজয়াবিঘূর্ণিত হইয়া মালাধর সেন তাঁহার শ্রীপদে মাল্য প্রদান করিতে কহিয়াছিলেন, এই অপরাধে তাঁহাকে মাল্য গ্রহণের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। কুলপতির মাল্য সাতদের প্রাপ্য হইল। তাঁহাকে মালাধর দে কহা যাইতে পারে। রাজা বৈকুণ্ঠ

* "দশগ্রাম দশজন বেষ্টিত"।

নাগ দে বাহাদুর এই মালাধরের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এক্ষণে তাম্বূলিকুলের প্রকৃত মালাধর হইয়াছেন। আদি সমাজ চেল-নায়েকদিগের আদিপুরুষ রাজ্যধরের উদ্দেশে বাটা রক্ষা করিয়া ৪ এর মধ্যে ১৷৷০ ঘরের মান যাঁহার প্রাপ্য, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে পান সুপারি দেন। চতুর্গ্রামীদের ডালা কুলীনকে দিবার নিয়ম আছে। মালা চন্দন কুলীন মৌলিক বিচার না করিয়া বয়ঃজ্যেষ্ঠকে সর্ব্বাগ্রে দিয়া থাকেন। কুশদহে অধিবাসের ডালাকে "আজ্ঞার বাটা" কহে। প্রামাণিক রক্ষিত বা প্রামাণিক আশ বৈবাহিক সভায় ইহা গ্রহণ করেন। গোষ্ঠীসেবায় এই দুইজনকে অগ্রভাগ অন্ন যুগপৎ পরিবেশন করা হইত। দক্ষিণ-দাঁড়া সমাজে দয়াল রক্ষিত কুলপতি। তাঁহার বিনানুমতিতে কুলীনের বিদায়, সৎকর্ম্মের পুরস্কার ও অসৎকর্ম্মের তিরস্কার হইতে পারে না। নিম্ন ঘরে আদান প্রদান করিলে কুলক্ষয় হয়। কিন্তু এক্ষণে অনেক স্থানে ধনগত কুল হইয়াছে। কুলীনদিগকে প্রথমতঃ মালা চন্দন ও পান সুপারি দিতে হয়, পরে কুলীনেরা উচ্চ বিদায় ও মৌলিকগণ তদপেক্ষা লঘু বিদায় পান।

বিষ্ণুপুর সমাজে পূর্ব্বে একটি হাঁড়িতে পান সুপারি ও নবাত্ দিয়া নিমন্ত্রণের চিহ্ন স্বরূপ অর্ঘ্যরূপে কুটুম্ব গৃহে প্রেরিত হইত। ক্রমে বসতি স্থান দূরে সন্নিবেশিত হওয়ায়, উক্ত দ্রব্যের মূল্য এক পোণ কপর্দ্দক পাঠাইবার নিয়ম হয়। সকল সময় অনুষ্ঠানকারী পারগ না হইলেও তাঁহার পক্ষে সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া সম্মানিত করা উচিত বিধায় যাঁহাকে গৃহে আনিতে অক্ষম, তাঁহার জন্য পূর্ণ ৴০ এক পোণ ও যাঁহাকে গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করাইতে হইবে, তাঁহাকে পাঁচ কড়া কম পাঠাইতেন। এই সঙ্কেত দ্বারা পূর্ণ মূল্যগৃহীতা বুঝিতেন, স্বগৃহে অবস্থিত হইয়া তিনি সম্মানিত হইয়াছেন, কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া অনাবশ্যক। স্বল্পমূল্য গৃহীতাকে অবশিষ্ট ভাগ গ্রহণার্থ ক্রিয়াবাটীতে যাইতে হইত। এই প্রথার নাম পরশুরামী দাঁড়া। এক্ষণে পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। বাঁকুড়া সমাজে বিবাহ রাত্রে কন্যা ও বরপক্ষীয়দিগকে ভোজন করাইয়া বিদায় দেওয়াকে পরশুরামী দাঁড়া কহে। ১৪ গ্রামী সমাজে শ্রাদ্ধে এক স্থানে যাইবার জন্য (৬৷০ সওয়া ছয় গণ্ডা এবং বিবাহে বর ও কন্যাগৃহে উভয় স্থানে যাইবার জন্য পাঁচ বুড়ি

পাথেয় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। রাজহাটী সমাজের মধ্যেও কড়ি দ্বারা নিমন্ত্রণের প্রথা ছিল। অষ্টগ্রামীরাও শ্রাদ্ধে ৻১৫ পনের গণ্ডা ও বিবাহে ৴৹ এক পোণ কড়ি দিয়া নিমন্ত্রণ করিতেন। দক্ষিণ-দাঁড়া সমাজ পাথেয়ের কড়ি গ্রহণ করিতেন। কড়ির মূল্য তাম্র খণ্ড দ্বারা গ্রহণ করা অনেকে এক্ষণে অবিধেয় মনে করেন। কুশদহে বহুকাল যাবৎ উক্ত প্রথা রহিত হইয়াছে। খাঁটুরা হইতে যাঁহারা বরাহনগরে বাস করিয়াছেন, তাঁহারাও কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত কড়ির সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন।

তাম্বূলিকুলের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া সামাজিক ও ভৌগোলিক ঐক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে পৌরাণিক একত্ব প্রদর্শন করা আবশ্যক। ১ম—চেল এই নামধেয় আশ্রম আদি, রাজহাট, দক্ষিণ-দাঁড়া ও সপ্তগ্রামী সমাজে শাণ্ডিল্য গোত্রের অন্তর্গত। ২য়—সেন উপাধিধারীগণ আদি, ১৪ গ্রামী, ৮ গ্রামী, দক্ষিণ-দাঁড়া ও ৭ গ্রামী সমাজে শাণ্ডিল্য গোত্রীয়। এতদ্ভিন্ন বিষ্ণুপুর, রাজহাট, দক্ষিণ-দাঁড়া ও ৭ গ্রামী সমাজের সেনগণের মধ্যে কাশ্যপ গোত্রীয় ব্যক্তিও আছেন। ৩য়—পালগণ আদি, রাজহাট, দক্ষিণ-দাঁড়া ও ৭ গ্রামী সমাজে কিয়দংশ শাণ্ডিল্য গোত্রীয়। অন্যে ১৪ গ্রামী ও ৭ গ্রামী সমাজে কাশ্যপ। কেবল ৭ গ্রামী সমাজে মধুকৌল্য গোত্রীয় আছেন। ৪র্থ—দত্ত উপাধিধারীগণ তিন গোত্রে বিভক্ত। শাণ্ডিল্যেরা বিষ্ণুপুর, রাজহাট, ৪ গ্রামী, দক্ষিণদাঁড়া, ডুবরাজপুরের পল্লীগ্রাম ও কুশদহ সমাজে বাস করেন। ব্যাসঋষি গোত্রীয়েরা ১৪ গ্রামী, রাজহাট ও দক্ষিণদাঁড়া সমাজে বাস করেন। পরাশর গোত্রীয়েরা আদি, ১৪ গ্রামী ও রাজহাট সমাজে বাস করেন। ৫ম—কর এই উপনাম বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আদি, ৮ গ্রামী ও ১৪ গ্রামী থাকে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় এবং ৪ গ্রামী ও দক্ষিণদাঁড়া সমাজে মধুকৌল্য গোত্রীয়। ৬ষ্ঠ—লাহা আশ্রমের জনগণ ৮ গ্রামী, ৪ গ্রামী ও দক্ষিণদাঁড়া দলে শাণ্ডিল্য গোত্রাবলম্বী এবং আদি ও ১৪ গ্রামী সমাজে মধুকৌল্য গোত্রাশ্রিত। ৭ম—রক্ষিত উপাধি দুই গোত্রে দৃষ্ট হয়। আদি, কুশদহ ও ৮ গ্রামী সমাজে শাণ্ডিল্য এবং ১৪ গ্রামী, ৮ গ্রামী, দক্ষিণদাঁড়া ও কুশদহে কাশ্যপ। ৮ম—আশ বিষ্ণুপুর, দক্ষিণদাঁড়া ও কুশদহ সমাজে শাণ্ডিল্য। ৯ম—গুঁই ১৪ গ্রামী, বিষ্ণুপুর, ৮ গ্রামী, ৪ গ্রামী ও দক্ষিণ-দাঁড়া সমাজে কাশ্যপ। ১০ম—দে উপাধিধারীগণের মধ্যে তিন গোত্র দৃষ্ট

হয়। আদি, দক্ষিণদাঁড়া ও ৭ গ্রামী থাকে কাশ্যপ। রাজহাট, ৮ গ্রামী ও দক্ষিণদাঁড়া থাকে শাণ্ডিল্য এবং ১৪ গ্রামী, রাজহাট, ৪ গ্রামী ও ৭ গ্রামী সমাজে কপিল ঋষি গোত্রীয়। ১১শ—দাঁ উপাধিধারীগণ ১৪ গ্রামী, দক্ষিণদাঁড়া ও ৭ গ্রামী সমাজে মধুকৌল্য গোত্রীয়। ১২শ—কোঁচ দক্ষিণদাঁড়া ও সপ্তগ্রামী সমাজে মধুকৌল্য গোত্রীয়। ১৩শ—কুণ্ডু আদি, রাজহাট, ৪ গ্রামী, দক্ষিণদাঁড়া ও কুশদহ সমাজে সপ্তর্ষি গোত্রীয়। ১৪শ—সিংহ আদি, ১৪ গ্রামী, ৪ গ্রামী ও তুবরাজপুরের পল্লীগ্রামী সমাজে ভরদ্বাজ গোত্রীয়। লৌহ-বর্ম্ম্য এক্ষণে বিভিন্ন সমাজকে নিকটস্থ করিয়া দিয়াছে। আমরা পরস্পরের নিকট পরিচিত হইয়া হৃদয়ের দূরতা নষ্ট করিতে পারিলে এক মহাসমাজে পরিগণিত হইয়া পরস্পরের সাহায্য দ্বারা আপনাদের মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হইতে পারিব।

জন সংখ্যা।

(আনুমানিক)

১।	বর্দ্ধমানের আদি ৪২ গ্রামী	১৬০০
২।	বৈঁচির ১৪ গ্রামী	৮০০০
৩।	বিষ্ণুপুরের বর্দ্ধমানিয়া ৪২ গ্রামী	৪৫০০
৪।	বাঁকুড়ার রাজহাটী	৪৫০০
৫।	জাহানাবাদের অষ্টগ্রামী	৫৫০০
৬।	মেদিনীপুরের চতুর্গ্রামী	৪৫০০
৭।	হুগলীর ৪২ গ্রামী (দক্ষিণদাঁড়া)	২২০০
৮।	কুশদহের সপ্তগ্রামী (গণিত)	১২০০
৯।	তুবরাজপুরের পল্লী ৪২ গ্রামী	৪০০০
১০।	বনকাটির গোয়ালপাড়া অষ্টগ্রামী	৩০০
১১।	কোতরাপুরের উৎকল অষ্টগ্রামী	১৫০০
১২।	খড়্গপুরের সংসারে ৪২ গ্রামী	১০০০
		৩৮৮০০

বৰ্দ্ধমানের আদি ৪২ গ্রামী।

আদি ৪২ গ্রামী সমাজ এখনও প্রায় আদি অবস্থায় আছেন। অবস্থার বিশেষ কিছু উন্নতি করিতে পারেন নাই। কলিকাতা রসাপটীতে ইহাদের কার্য্যক্ষেত্র দৃষ্ট হয়। মেমারির নিকটবর্ত্তী পাঁচথেয়া গ্রাম নিবাসী কাশ্যপ-গোত্রীয় ৺ রঘুনাথদের পুত্র গণেশচন্দ্র মুরসিদাবাদের নবাবের মুদি ছিলেন। মুরসিদাবাদের পথে ইনি বহু জলাশয় খনন করাইয়া গিয়াছেন। বাপীতটে শিবস্থাপনা করিয়া দেবসেবার জন্য পূজককে তন্নিকটে নিষ্কর ভূমিদান করিয়া ছিলেন। জলদান তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। পাঁচথেয়া, শশনাড়া, শাজন, ঘোষ, দেবপুর, শক্তিগড় এবং ছোট বেলুন গ্রামে তাহার অনেক নিদর্শন দেখা যায়। তৎকর্তৃক স্থাপিত ৺ রঘুনাথজিউ ও ৺ গণ্ডারচণ্ডী অদ্যাপি বিরাজ করিতেছেন। গণ্ডারে তাল নামক পুষ্করিণীর তটে ও অপরাপর বহুতর স্থানে ইনি শিবপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। চণ্ডী মন্দিরের গাত্রে নির্ম্মাণ অব্দ ১৬৫৫ শক খোদিত আছে। চণ্ডীর সেবার জন্য পূজককে ৮/০ আট বিঘা ও ঢাকীকে (বাদ্যকর) ১/০ এক বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। গণেশচন্দ্রের বংশপর্য্যায়ে দুর্গাচরণ, পিরিতরাম, রামসুন্দর, শ্রীমন্ত, হইতে বাবুলাল উৎপন্ন হইয়াছেন। ইনি কুশীদজীবি। নিঃশঙ্কনিবাসী শ্রীযুক্ত যুগোলকিশোর কর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। পূর্ব্বে ইনি কলিকাতায় বাণিজ্য ব্যাপারে রত থাকিতেন। এক্ষণে সে সমস্ত উঠাইয়া দিয়াছেন। ইঁহার জমীদারী প্রভৃতির বার্ষিক আয় অনূ্যন পাঁচ হাজার টাকা। এই গ্রামে কর পদবীধারী নফরচন্দ্র নামে আরও একজন জমীদার আছেন। এতদ্ভিন্ন সোনামুখী নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মহাদানী ও কাঞ্চন নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস লায়েকও এই সম্প্রদায়ের খ্যাত-নামা ব্যক্তি। শেষোক্ত ব্যক্তি বর্দ্ধমান মিউনিশিপালিটীর কমিসনর ও অবৈতনিক বিচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

বর্দ্ধমানের আদি ৪২ গ্রামী সমাজের পরিচয়।

প্রত্যেক বংশের জনৈক ব্যক্তি	নিবাস	অবলম্বন	৩৭ পর্য্যায়ের আশ্রম	৪২ পর্য্যায়ের গাঁই	গোত্র	কৌলিন্য	মন্তব্য সূচক উপাধি
শ্রীবঙ্কুবিহারী লায়েক	ছোটবেলুনী	পাটের ব্যবসায়	চেল	দ্বারবাসিনী	শাণ্ডিল্য	কুলিন	লায়েক সমাজপতি।
শ্রীরামসুখ সেন	সুউড়ি	রসির ব্যবসায়	সেন	সুউড়ি	শাণ্ডিল্য	কুলিন	প্রামাণিক সেন।
শ্রীনফরচন্দ্র পাল	মাধপুর	কুসীদ	পাল	মাধপুর	শাণ্ডিল্য	কুলিন	প্রামাণিক পাল।
শ্রীরামতারণ দত্ত	মাধপুর	কুসীদ	দত্ত	মাধপুর	পরাশর	মৌলিক	"
শ্রীনফরচন্দ্র কর	নিঃশঙ্ক	রসির ব্যবসায়	কর	"	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	"
শ্রীরাসবিহারী লাহা	কাইগ্রাম	"	লাহা	"	মধুকৌল্য	মৌলিক	"
শ্রীগোপালচন্দ্র চন্দ্র	সিঙ্গারকোন	ঘৃত ব্যবসায়	চন্দ্র	দাসপুর	"	মৌলিক	"
শ্রীবাবুলাল দে	পাঁচখেয়া	কুসীদ	দে	"	কাশ্যপ	মৌলিক	"
শ্রীধনঞ্জয় দাস	দেপুর	রসির ব্যবসায়	দাস	দেপুর	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	"
শ্রীরামলাল রক্ষিত	ভদ্রেশ্বর	ব্যবসায়	রক্ষিত	ইচ্‌লেবাজার	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	"
শ্রীহংসেশ্বর কুণ্ডু	দে পাড়া	ব্যবসায়	কুণ্ডু	বটগ্রাম	সপ্তর্ষি	মৌলিক	"
শ্রীকানাইলাল রুদ্র	কাশিয়াড়া	ব্যবসায়	রুদ্র	"	শাণ্ডিল্য	"	"
শ্রীআনন্দমোহন চার	ছাতিনে	ব্যবসায়	চার	ছাতিনী	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	"
শ্রীরাজকৃষ্ণ সিংহ	মাসডাঙ্গা	"	সিংহ	"	ভরদ্বাজ	মৌলিক	"
শ্রীসতীশচন্দ্র বর্দ্ধন	সাঁকো	অপ্রাপ্ত ব্যবহার	বর্দ্ধন	"	"	"	

বৈঁচির ১৪ গ্রামী।

আদি ৪২ গ্রামী তাম্বূলি হইতেই ১৪ গ্রামী থাকের উদ্ভব। শকাব্দা ১৪৬১ অব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া পরগণার সন্নিকট মৌজে দ্বারবাসিনী গ্রামে বিল্ববর সিংহ নামে জনৈক তাম্বূলি বাস করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ষষ্ঠীবর সিংহ। ইনি পূর্ব্বে কড়ির ব্যবসায় করিতেন। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত ছুটীপুর পরগণার এলেকায় গোকুলডাঙ্গা নামক গ্রামের নিকট কংস নদীর তীরে লোহারডাঙ্গা নামক স্থানে প্রাচীনকালে একটি হাট হইত। উক্ত লোহারডাঙ্গার হাটে নানাস্থান হইতে বলদে, গো-শকটে ও নৌকাযোগে নানাপ্রকার দ্রব্যাদি আমদানি হইত। তৎকালে পয়সার প্রচলন ছিল না। সুতরাং কড়ির দ্বারাই বিনিময়ের কার্য্য সম্পন্ন হইত। এমন কি সোণা রূপা আদি এই কড়ির দ্বারা খরিদ হইত।

* একদিন ষষ্ঠীবর সিংহের হাট হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে ভয়ানক ঝড় ও শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হয়। ঘোর অন্ধকারে গন্তব্য পথ স্থির করিতে না পারিয়া তিনি বৈঁচিগ্রামে উপস্থিত হন। অনেক অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, সেই গ্রামে একঘর তাঁহার স্বজাতি তাম্বূলির বাস আছে। ষষ্ঠীবর সিংহ সেই ঘোর অন্ধকারে অতি কষ্টে তথায় উপনীত হইলেন এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে বুঝিতে পারিলেন, যে তিনি বর্দ্ধমানের পালবংশ সম্ভূত তাম্বূলী। তাঁহার নাম শ্রীমন্ত পাল। এই সন্তোষজনক পরিচয় পাইয়া তিনি উক্ত পাল মহাশয়কে আত্ম পরিচয় প্রদান করিলেন। ইহাতে পাল মহাশয় তাঁহাকে স্বজাতি বলিয়া যত্নসহকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করেন। পাল মহাশয়ের একটি অবিবাহিতা কন্যা ছিল। আহারান্তে কথোপকথনকালীন পাল মহাশয় ষষ্ঠীবরকে কহেন, "মহাশয়! আমি কন্যাদায়গ্রস্ত। আপনি আমার স্বজাতি, যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার কন্যাটিকে বিবাহ করেন, তবে কন্যাদায় হইতে আমকে উদ্ধার করা হয়। আপনার সহিত কুটুম্বিতাসূত্রে

---

* দামোদর দত্ত প্রামাণিক মহাশয়ের বংশীয় বৈঁচি নিবাসী শ্রীযুক্ত রাখালদাস দত্তের গৃহে রক্ষিত কুলপঞ্জী হইতে সংগৃহীত।

আবদ্ধ হইয়া যারপরনাই সুখী হই।" এই প্রস্তাবে ষষ্ঠীবর সিংহ সম্মত হইলেন এবং সেই দিন শুভ বিবেচনা করিয়া শ্রীমন্তপাল অতিথিকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। মহা আনন্দে রাত্রি গত হইল। পরদিন প্রাতে প্রতিবেশীবর্গ ও আত্মীয় স্বজন পাল মহাশয়ের বাটীতে সমাগত হইয়া বরকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং সমারোহে বরকন্যাকে পাঠাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এদিকে দ্বারবাসিনী গ্রামে অর্থাৎ ষষ্ঠীবর সিংহের বাটীতে তাঁহার পিতা বিল্ববর সিংহ গত রাত্রের দারুণ দুর্য্যোগ ও পুত্রের অনুপস্থিতিতে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া ভাবিতেছিলেন। ইতিমধ্যে মহা সমারোহে বাদ্যভাণ্ড করিয়া ষষ্ঠীবর সস্ত্রীক গৃহপ্রবেশ করিলেন। বিল্ববর দেখিলেন, পুত্র হাট করিতে গিয়া বিবাহ করিয়া আসিল। ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পুত্রকে নিকটে আহ্বান করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ষষ্ঠীবর সিংহ গত রাত্রের সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। পুত্রের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিল্ববর রুষ্টভাবে কহিলেন, "তুমি আমার সন্তান, আমি বর্ত্তমান রহিয়াছি, আমার অজ্ঞাতে তুমি বিবাহ করিয়া আসিলে, আমাকে না জানাইয়া তুমি কাহার ও কোন্ জাতির কন্যা বিবাহ করিয়া আনিলে? আমি তাহার কিছুই জানিলাম না; অতএব তুমি আমার পুত্র হইয়া যে কার্য্য করিয়াছ, তাহাতে তোমাকে আমি গৃহে স্থান দিতে পারি না। পুত্রবাৎসল্য বশতঃ যদি তোমাকে স্থান দিই, তাহা হইলে আমি স্বজাতির নিকট পতিত ও সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইব; তাহা আমি ইচ্ছা করি না। অতএব স্বজাতির নিকট অপদস্থ না হইয়া পূর্ব্বাহ্লেই তোমাকে আমি পরিত্যাগ করিলাম। তুমি যেখানে বিবাহ করিয়াছ, তথায় গমন কর।" এই বলিয়া বিল্ববর সিংহ আপন পুত্র ষষ্ঠীবরকে পরিত্যাগ করিলেন।

ষষ্ঠীবর সিংহ আপন পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও তাড়িত হইয়া পত্নীসহ পুনরায় বৈঁচি গ্রামে শ্বশুরালয়ে ফিরিয়া আসিলেন। তৎকালে বৈঁচি গ্রামে দামোদর দত্ত নামে একজন ক্ষমতাবান্ কুলীন ছিলেন। শ্বশুর ও জামাতা তাঁহার সাহায্যে একটি পৃথক্ দল গঠন করিতে সংকল্প করিলেন। কুটুম্বদিগকে বৈঁচিতে আসিয়া বাস করিবার জন্য নানা স্থানে সংবাদ প্রেরণ করা

হইল। তদনুসারে প্রথমতঃ দামোদরের পরিচিত ৬ ছয়টী পরিবার এখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করিলেন। তদনন্তর আর চারিটী পরিবার ঐ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলেন। ইহার পর রত্নাকর সিংহ বৈঁচিতে আসিয়া বাস করিলেন। সর্ব্বসমেত ১৪ চতুর্দ্দশটী পরিবার এক প্রাণ হইয়া একই লক্ষ্য সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বনিবাস যে ১৪ স্থানে ছিল, তাহার নাম প্রবন্ধের শিরোভাগে ছন্দোবন্ধে লিখিত হইয়াছে। তাঁহারা ১৪ স্থানের অধিবাসী হওয়ায়, আপনারা ১৪ চতুর্দ্দশ গ্রামী নামে পরিচিত হইলেন। রত্নাকর সিংহ কুল বৃত্তান্ত লিখিবার ভার প্রাপ্ত হন, তর্জ্জন্য তিনি সরকার সিংহ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

এই সময়ে বেলেড়া গ্রামে মল্লিক উপাধিধারী জনৈক তাম্বুলী বাস করিতেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ নবাব সরকারে চাকরি করায়, খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন এবং তৎসঙ্গে কিছু জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁরা বিশেষ সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। উপরোক্ত অজ্ঞাতনামা মল্লিক মহাশয় বেলেড়া গ্রামে এই সময়ে একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। উহা অদ্যাপি খাঁএর পুষ্করিণী নামে প্রসিদ্ধ এবং এখনও বর্ত্তমান আছে। এতদ্ভিন্ন খাঁএর দেবালয় ও তাঁহার অপরাপর কীর্ত্তি উক্ত গ্রাম এখনও বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ইনি মোকাম মৌগাছি হইতে যাদব সিংহ ও চন্দ্রকোনা হইতে দিবাকর সেন এবং অন্যান্য গ্রাম হইতে আরও কতকগুলি তাম্বুলিকে আনাইয়া এই গ্রামে বাস করাইয়াছিলেন। ইহাঁরা ১৪ গ্রামীদের সহিত মিলিতে সম্মত হইলেন। যাদব সিংহকে কুলীন করা হইল। দিবাকর সেন ও মল্লিক প্রভৃতি ৪ ঘর উত্তম মৌলিক বলিয়া গণ্য হইলেন। যাদব সিংহ পশ্চাৎগামী কুলীন হইলেন। চন্দ্রকোনার দিবাকর সেন পশ্চাৎগামী মৌলিক হইলেন এবং বর্দ্ধমানের শ্রীমন্ত পালের যে সম্মান, মল্লিক মহাশয় সেই সম্মান লাভ করিলেন। ইহাদের গাঁই হইল না। ইহাদের উপাধি বেলেড়ার সিংহ ও বেলেড়ার সেন এই পর্য্যন্ত মান্য হইল। অতঃপর এই শ্রেণীতে দে, সেন, সাহা, রক্ষিত, চেল, গুঁই, ধুচনিসিংহ ও রত্নাকর সিংহের জ্ঞাতি হাড়গেয়ে সিংহ প্রভৃতি আসিয়া দলভুক্ত হইতে লাগিলেন। ইহারা বিশেষ মান্য পাইলেন না।

চতুর্দ্দশগ্রামী সমাজ প্রবর্ত্তকের পরিচয়।

	নাম	উপাধি	গাঁই	গোত্র
১।	দামোদর দত্ত প্রামাণিক		বালগোড়	ব্যাসঋষি
২।	শ্রীমন্তপাল খাঁ বৰ্দ্ধমানের পাল		কৰ্জ্জনা	
৩।	ষষ্ঠীবর সিংহ হালদার		দ্বারবাগিনী	ভরদ্বাজ
৪।	রত্নাকর সিংহ সরকার		দিপে	ভরদ্বাজ
৫।		বারসিন্নিলাহা	বেলে	মধুকৌল্য
৬।		তেলকুপী কর	কৃষ্ণনগর	শাণ্ডিল্য
৭।		দাম্পাল রক্ষিত	জাইপাড়া	কাশ্যপ
৮।		স্বষ্টের দাঁ	দ্বারহাটা	মধুকৌল্য
৯।		দেয়ার দে	ফতেপুর	কপিলঋষি
১০।		কর্ণসেন	গোপীনাথপুর	শাণ্ডিল্য
১১।		পরাশর দত্ত	চাঁদবাটী	পরাশর
১২।		গর্গঋষিসেন	বড়সুল	গর্গঋষি
১৩।		বিরুলে গুই	খাঁড়েশ্বরপুর	কাশ্যপ
১৪।		বটগ্রামী দত্ত	চাঁচোয়া	শাণ্ডিল্য

দামোদর দত্ত প্রামাণিকের ৪ পুত্র। ১ম যদুনাথ, ২য় বাণীনাথ, ৩য় গোপীনাথ, ৪র্থ মুরারী মোহন। ষষ্ঠীবর সিংহ হালদারের ৪ পুত্র;—১ম ভবনাথ, ২য় বৈদ্যনাথ, ৩য় চন্দ্রশেখর বা রঘুনাথ এবং ৪র্থ গোকুল। রত্নাকর সিংহ সরকারের ২ দুই পুত্র;—১ম হরি, ২য় বিষ্ণু। ইনি দ্বিতীয় পক্ষে বৰ্দ্ধমানের সন্নিকট ধামাশ গ্রামে মাল্যধর সেনের কন্যাকে বিবাহ করেন। মাল্যধর নিঃসন্তান ছিলেন, তাঁহার সম্মান দৌহিত্রদ্বয়ের উপর অর্শে। মাল্যধরের উষ্ণীষ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া হরি ৩ পেঁচ ও বিষ্ণু ৩ পেঁচ গ্রহণ করিয়াছেন।

মহৎ হইবার আকাঙ্ক্ষা না হইলে কেহ কৃতী হইতে পারে না। আদিসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ১৪ গ্রামী সম্প্রদায় অদম্য উৎসাহের সহিত আপনাদের

শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। প্রথমতঃ দলের পুষ্টিসাধনের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। আপনাদের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শনের জন্য বিধবার ব্রতোপবাসাদিতে কঠোরতার বিধান করিয়াছিলেন। আচার ব্যবহার সৎ হইলে লোকসমাজে মর্য্যাদান্বিত হইতে পারা যায়, ইহা তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন।

বৈঁচির দক্ষিণ পাড়ায় একটি মন্দির আছে। বৈঁচির সমাজ সংস্থাপনের নিদান ষষ্ঠিবর সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র গোকুল ইহার নির্ম্মাতা। প্রবেশদ্বারোপরি প্রস্তর ফলকে লিখিত আছে;—

শুভমস্তু।

শকাব্দা ১৫০৪।

এই অব্দ * আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ভিত্তি স্বরূপ। মন্দিরে যে দেবতা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, অন্তর্হিত হইয়াছেন। গর্ভগৃহ উদ্ভিদে পূর্ণ হইয়াছে। দেবোপাসকের ভবন জনশূন্য হইয়া ভগ্নাবস্থার অতীত কাহিনী বিবৃত করিবার জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই স্থান বাবু রামলাল মুখোপাধ্যায় অর্থবলে আপন আবাসের অন্তর্ভুক্ত করায়, সেবকের বংশকে কীর্ত্তি মন্দিরের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে হইয়াছে। এই সমাজের মূলীভূত শ্রীমন্তপাল পশ্চিম প্রদেশ হইতে আসিয়া বর্দ্ধমানরাজের নিকট কার্য্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তৎকালে বৈঁচি-প্রদেশ বনাকীর্ণ ও গণ্ডার দ্বারা উপদ্রুত ছিল। মহারাজ এই স্থান লোকালয়ের উপযুক্ত করিবার জন্য শ্রীমন্তকে আয়মা অর্থাৎ স্বল্পকরে প্রদান করেন এবং খাঁ উপাধি দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করেন। তদীয় বংশধরগণ বর্গীর হাঙ্গামাকালে ধন প্রাণ লইয়া ভাগীরথীর পরপারে আবাস মনোনীত করিয়াছিলেন। স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরি এই বংশের অধস্তন পুরুষ। নফরবাবু অত্যন্ত উদ্যমশীল ব্যক্তি। কখন আলস্যে কালাতিপাত করেন না। জমীদারীর আবশ্যকীয় স্থান সমূহ স্বয়ং পরিদর্শন করেন। জমীদারী অপেক্ষা ব্যবসায়ে ইঁহার প্রসার অধিক। নীলকুঠি, চা বাগিচা, ধান্য ক্ষেত্র হইতে আয়ের অর্দ্ধাংশ উপার্জ্জিত হয়। কৃষ্ণনগরে জলের কল নির্ম্মাণের

* ১৫৮২ খৃষ্টাব্দ।

জন্ত একসময় ইনি লক্ষ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন। তাহা হইলে রাজোপাধি দ্বারা আপনাকে ভূষিত করিতে পারিতেন। নফর বাবু অতি যোগ্য লোক। বহুকাল হইতে District Board এর Vice Chairman এর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিপ্রদাস বাবু লৌহ ব্যবসায় শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্র না পাওয়ায়, কার্য্যকরী শিল্প শিক্ষা বিফল করিয়াছেন। কেবল বিদেশীয় আহার ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া বংশে অশান্তি আনয়ন করা হইয়াছে। কর্ম্ম সকলেরই করা আবশ্যক, কিন্তু তাহার ফলের অধিকারী সকলে হইতে পারে না। বিপ্রদাস বাবু সমুদ্র-পারে যাইয়া বহু আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। অতএব তিনি প্রশংসাভাজন সন্দেহ নাই। নফর বাবুর সমবেত জমীদারী ও মহাজনীর আয় ৩০০০০০৲ বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা ছিল। তাঁহার পিতামহ অধিক আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া যান নাই। পিতা অল্পদিন মাত্র উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। নফর বাবুর ক্ষমতায় বর্ত্তমান সৌভাগ্য লক্ষ্মী অর্জ্জিত। নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগররাজের পর নফর বাবু গণনীয়। গোয়াড়ি হইতে নাটুদহ আট ক্রোশ ব্যবহিত। কৃষ্ণনগর হইতে শিবিকারোহণে বাটী যাইবার কালে ইহাকে অন্যের ভূমিতে পদার্পণ করিতে হয় না। আসামে চা-বাগীচা করিয়া নফর বাবু বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। যাঁহার পিতামহের শ্রাদ্ধে লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, তাঁহার মাতৃ শ্রাদ্ধ কাশীধামে এক হাজার টাকা ব্যয়ে সংসাধিত হইয়াছে।

রত্নাকর সিংহের বংশধর দেবীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত চণ্ডীলাল সিংহ কলিকাতার বণিকদিগের মধ্যে গণনীয়। ইনি এক সময় রাজধানীর সেরিফ পদে ব্রতী হইয়াছিলেন। জল পথের বাণিজ্য হ্রাস হইলে উত্তর পশ্চিম হইতে তাঁহার এত দ্রব্য সম্ভার আসিত যে, এক সময় কেবল মাত্র তাঁহার তিসি লইয়া পূর্ণ রেলওয়ে শকটের এক খানি ট্রেণ আনাইতে হইত। ব্যবসায় উপলক্ষে মুঙ্গের অঞ্চলে ইনি অনেক জমীদারী ক্রয় করিয়াছেন। এক্ষণে স্বকীয় জমিদারী ভিন্ন অন্যত্র হইতে তাঁহার ঘৃত আইসে না। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্শ সভার ইনি পৃষ্ঠপোষক। এতদ্ভিন্ন এই সমাজে আরও অনেকগুলি জমীদার আছেন। তাঁহাদের নাম নিম্নে লিখিত হইল।

খড়দুল নিবাসী শ্রীমনমোহন দে, কেশেডাঙ্গার শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত, মহানাদ নিবাসী শ্রীগিরীশচন্দ্র কর, মুরশিদাবাদের অন্তর্গত জিতপুর নিবাসী শ্রীমহেশচন্দ্র সিংহ, জেলা রাজসাহীর অন্তর্গত গোয়ালকাঁদি নিবাসী শ্রীগিরীশচন্দ্র দত্ত ও আমরাল নিবাসী শ্রীবীরেশ্বর সিংহ।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ স্বরস্বতীর সেবা করিয়া তাম্বূলিকুলের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। শ্রীযুগল কিশোর দে, মুনসেফ, শ্রীশিবচন্দ্র দে, হুগলীকোর্টের উকিল, শ্রীশম্ভূচন্দ্র দে. বি, এল, হাইকোর্টের উকিল। শ্রীবৈদ্যনাথ দত্ত, কৃষ্ণনগরের উকিল, শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, চুয়াডাঙ্গার উকিল, শ্রীদ্বিজদাস সিংহ ভাগলপুরের উকিল, শ্রীকেদারেশ্বর দত্ত, খুলনার উকিল আমরাল নিবাসী শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সিংহ, মুরশিদাবাদ নিবাসী শ্রীপঞ্চানন দত্ত, খয়েরপুর নিবাসী শ্রীবসন্তকুমার সিংহ ও কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীপঞ্চানন সেন ইঁহারা সকলেই ওকালতী করিয়া থাকেন। কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীনবীনচন্দ্রসেন ও রামচন্দ্রপুর নিবাসী শ্রীদ্বারকানাথ সিংহ ইঁহারা উভয়ে মোক্তারি করিয়া থাকেন। এই সমাজে ডাক্তারেরও অভাব নাই। বৈঁচী নিবাসী শ্রীরাধিকাপ্রসাদ সিংহ এম, বি, খাঁড়দহনিবাসী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সিংহ এল, এম, এস, কেশেডাঙ্গা নিবাসী শ্রীনৃসিংহ দাস সিংহ এল, এম, এস, উপরোক্ত সাকিমের শ্রীনিশানাথ দত্ত ইঁহারা সকলেই চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী আছেন। কেশেডাঙ্গা নিবাসী শ্রীরামগোপাল দত্ত এক জন বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ব্যক্তি। ইনি এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃষ্ণনগর কলেজে শিক্ষকতা করিতেছেন। নিস্‌ড়া নিবাসী শ্রীদাসরথীকর ও শ্রীপুলিনবিহারী কর ইঁহারা উভয়েই বি, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ। এখনও ইঁহাদের ছাত্রজীবন। সাহাগঞ্জ নিবাসী শ্রীগজেন্দ্রনাথ দে ও আমরাল নিবাসী শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সিংহ ইঁহারা উভয়ে গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী। এক জন বেঙ্গল আপিসে ও শেষোক্ত নামা মিলিটারি আপিসে কর্ম্ম করেন।

বৈঁচি ১৪ গ্রামী সমাজের পরিচয়।

প্রত্যেক বংশের জনৈক ব্যক্তি	নিবাস	অবলম্বন	৩৭ পর্য্যায়ের আশ্রম	৪২ পর্য্যায়ের গাঁই	গোত্র	কৌলিন্য	মন্তব্যসূচক উপাধি।
শ্রীনফরচন্দ্র পাল চৌধুরী	নাটুদহ	জমিদারী	(খাঁ) পাল	"	কাশ্যপ	মৌলিক	বর্দ্ধমানের পাল
শ্রীচণ্ডীলাল সিংহ	দেবীপুর	জমিদারী	সিংহ	"	ভরদ্বাজ	কুলিন	সরকার
শ্রীমনোমোহন দে	বড়শূল	জমিদারী	দে	দেপুর	কপিলঋষি	মৌলিক	দেয়ার দে
শ্রীমতিলাল সিংহ	বৈঁচি	চাকরী	সিংহ	দ্বারবাসিনী	ভরদ্বাজ	কুলিন	হালদার সিংহ
শ্রীঅক্ষয়কুমার লাহা চৌঃ	আলিপুর	জমিদারী	লাহা	"	মধুকৌল্য	মৌলিক	বারসিও লাহা
শ্রীবঙ্কুবিহারী রক্ষিত	বৈঁচি	ব্যবসায়	রক্ষিত	"	কাশ্যপ	মৌলিক	দুম্বাল রক্ষিত
শ্রীদাশরথি কর বি, এ,	নিশড়াগোড়	আইন অধ্যয়ন	কর	তেলকুপি	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	তেলকুপি কর
শ্রীএককড়ি দত্ত	কাঁকড়াখুলি	চাকরী	দত্ত	বটগ্রাম	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	বটগ্রামী দত্ত
শ্রীযদুনাথ দত্ত	কাশীয়াডাঙ্গা	চাকরী	দত্ত	"	পরাশর	মৌলিক	পরাশর দত্ত
শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত	বৈঁচি	লবণের যোজকতা	দত্ত	গজস্কন্ধ	ব্যাসঋষি	কুলিন	প্রামাণিক দত্ত
শ্রীহরিহর সেন	হুগলী	ব্যবসায়	সেন	কর্ণপুর	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	কর্ণসেন
শ্রীপ্রসন্নকুমার গুঁই	মাহানাদ	ব্যবসায়	গুঁই	"	কাশ্যপ	মৌলিক	বিরূলের গুঁই
শ্রীঅটলবিহারী সিংহ	চাকদহ	ব্যবসায়	সিংহ	"	ভরদ্বাজ	"	হাড়গেঁরে সিংহ

প্রত্যেক বংশের জনৈক ব্যক্তি	নিবাস॰	অবলম্বন	৩৭ পর্য্যায়ের আশ্রম	৪২ পর্য্যায়ের গাঁই	গোত্র	কৌলিন্য	মন্তব্যসূচক উপাধি।
শ্রীকালীদাস সিংহ	বৈঁচি	চাকরী	সিংহ	„	„	„	ধুচনী সিংহ
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন	বেলেড়া	মোক্তারি	সেন	„	শাণ্ডিল্য	„	বেলেড়া ও চন্দ্রকোনার সেন।
শ্রীশিবচন্দ্র দে বি, এল,	হুগলী	ওকালতী	দে	„	„	„	„
শ্রীযদুনাথ সেন	পাঁচগড়া	চাকরী	সেন·	„	„	„	„
শ্রীতুলসীদাস লাহা	বড়সুল	চাকরী	লাহা	„	মধুকৌল্য	„	„
শ্রীদ্বারকানাথ রক্ষিত	রামচন্দ্রপুর	ব্যবসায়	রক্ষিত	„	„	„	„
শ্রীবলাইলাল চেল	বৈঁচি	চাকরী	চেল	„	„	„	„
শ্রী * *	*	*	দাঁ	„	মধুকৌল্য	মৌলিক	সুক্টের দাঁ
শ্রী * *	*	*	সেন	„	গর্গঋষি	মৌলিক	গর্গঋষি সেন
শ্রী * *	*	*	„	„	„	„	মৌগাছির সিংহ

বিষ্ণুপুরের বর্দ্ধমানিয়া ৪২ গ্রামী।

অন্যান্য সমাজের ন্যায় এই সমাজের ব্যক্তিগণও ক্ষুদ্র বা বৃহৎ ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। চাকরী করিতে হইলে স্বজাতি ভিন্ন অন্যের নিকট থাকিতে প্রায় দেখা যায় না। বাঁকুড়ার জঙ্গল-মহলে প্রচুর পরিমাণে লাক্ষা জন্মিয়া থাকে। এই সম্প্রদায়স্থ অনেকেই রং-গালার কার্য্য করিতেছেন। সোনামুখী এই ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ। তথা হইতে অনেক লাক্ষার বাবা কলিকাতার মোবান কোংর হাটে আসিয়া বিক্রীত হইতে দেখা যায়। সোনামুখী গ্রামে এক ঘর বিট উপাধিধারী জমীদারের বাস ছিল। এক্ষণে তাঁহার সন্ততিগণ বহু পরিবারে বিভক্ত হইয়াছেন। এই সমাজে সরস্বতীর সেবক অল্লাধিক দৃষ্ট হয়। জয়পুর নিবাসী শ্রীহরিশঙ্কর দত্তের পিতামহ হইতে অধস্তন ৪।৫ পুরুষ পর্য্যন্ত ইঁহারা সমভাবে শিক্ষিত। ইঁহারা তিন সহোদর-জ্যেষ্ঠ, শ্রীহরিশঙ্কর, মধ্যম শ্রীব্রহ্মানন্দ এবং কনিষ্ঠ শ্রীপরমানন্দ দত্ত। হরিশঙ্কর বাবুর পিতামহ বিষ্ণুপুর রাজার নায়েব দাওয়ান ছিলেন। ইঁহার পিতা ২৪ পরগণার কালেক্টারির সেরেস্তাদার ছিলেন। সেই সূত্রে তিনি কলিকাতার ভবানীপুরে বাস করেন। তাহাতে তদীয় পুত্রগণের বিদ্যোপার্জ্জনের সুবিধা হয়। তিনি কহিতেন, বিদ্যোপার্জ্জন বিনা অন্ন সংস্থাপন হইবে না, এইটী বোধগম্য হইলে অধ্যয়নে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে। হরিশঙ্কর বাবু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পূর্ব্বে সিনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি, এল, উপাধি অর্জ্জন করেন। অতঃপর চাঁইবাসায় অবস্থান করিয়া ব্যবহারা জীবের কার্য্য করিতেন। সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে ইনি বিশেষ অনুরাগী। বহুকাল চেষ্টা করিয়া স্বজাতিদিগের মধ্যে কড়ি ও পান দ্বারা নিমন্ত্রণ প্রথা রহিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পত্রের প্রচলন করেন। কুচয়াকোলে রামানন্দ দাসের মাতৃ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কন্যাপণ গ্রহণ রহিত করিবার জন্য অনেক পরিশ্রম ও পুস্তিকা প্রচার দ্বারা তাহাতে কৃতকার্য্য হন। সাহিত্য সেবায়ও ইঁহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত নীলমণি বসাক প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইঁহার বিদ্যাবিষয়ক একটী প্রবন্ধ দেখা যায়। ময়ূরভঞ্জের রাজপরিবারের ইতিহাস ইঁহার লেখনী প্রসূত। এতদ্ভিন্ন "ফুল" নামে এক খানি কবিতা গ্রন্থও ইঁহার দ্বারা রচিত। ইঁহার পুত্র কৃষ্ণমাধব দত্ত বি, এল, এক্ষণে

পিতার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই আদর্শ পরিবার বিদ্যাধনে অধিকারী হইয়া তাম্বূলীকুলের গৌরব ও ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। পরমানন্দ বাবুও একজন সাহিত্যসেবী। ছাত্র জীবনে ইনি "রমণীরত্ন" নামে এক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহাতে ইহার কবিসুলভ হৃদয়ের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রহ্মানন্দ বাবু হাইকোর্টের মোক্তার, পুত্র শরৎচন্দ্র উকিল ও পরমানন্দ বাবু ঐ স্থানের অনুবাদক। হরিশঙ্কর বাবু নিজে উকিল, পুত্র উকিল ও ভ্রাতষ্পুত্র উকিল। এই সমাজে ইহাদিগের অপেক্ষা অর্থ বলে বলীয়ান্ অন্য কেহ থাকিতে পারেন, কিন্তু বংশ পরম্পরা বিদ্যাবলে বলীয়ান্ এই পরিবার ভিন্ন দৃষ্ট হয় না। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনন্দন দত্ত ময়ূরভঞ্জে ও শ্রীযুক্ত কেদারনাথ আশ বি, এল, আলিপুরে ওকালতী করিয়া সামাজিক সম্মানের পথ পরিষ্কৃত করিতেছেন।

এই সমাজের মধ্যে "জিজ্ঞাসা পড়ার খাতা" প্রাপ্ত হওয়া গিয়া তাহাতেই আমরা পরশুরামের আর একটি কবিতা পাইয়াছিলাম।

প্রশ্ন। শ্রীকেনে কহিলে আগে নাম কহ পিছে।
শ্রীএর সহিত নাম কোন্ শাস্ত্রে আছে॥
শ্রী বা কাহারে বলে নামের হয় কেহ।
লঘু গুরু দুজনাকে নির্ণয় করে দেহ॥
উত্তর। জন্মিলেন লক্ষ্মীদেবী সমুদ্র মন্থনে।
তেকারণে শ্রীনাম বলয়ে সর্ব্বজনে॥
দ্বিজ পরশুরাম কহে শুন মহাশয়।
স্ত্রীপুরুষে দুজনাতে গুরু শিষ্য হয়॥

বিষ্ণুপুর নিবাসী প্রসিদ্ধ তাম্রকূট ব্যবসায়ী মৃত শ্রীপতি কর এই সমাজের একজন বিশিষ্ট লোক ছিলেন। তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনী আমরা ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা তাম্বূলী সমাজ নামক মাসিক পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

৪২ গ্রামী তেলকুপির কর—মৌদ্‌গল্য গোত্রীয় ৺শ্রীপতি করের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বংশ পরিচয়।

ইনি ৺ গঙ্গানারায়ণ করের পুত্র; ইহার মাতার নাম শ্রীমতী হরমোহিনী

দাসী, (এখনও জীবিতা)। ইনি সন ১২৫০ সালে বিষ্ণুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

ইহাঁর পিতা তাদৃশ সঙ্গতিসম্পন্ন লোক ছিলেন না। মৃত্যুকালে সন্তানগণের ভরণ পোষণ জন্য কোনও রূপ সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইনি বিদ্বান্ ছিলেন না; কিন্তু অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। একমাত্র সঙ্গীত ব্যতীত, শ্রীপতি পিতার আর কোন বিষয়ের অধিকারী হইতে পারেন নাই। পিতার মৃত্যুর পর পরিবার প্রতিপালনের ভার শ্রীপতির উপর পড়িল। পৈতৃক সম্পত্তি কিছুমাত্র ছিল না; ব্যবসায় বাণিজ্যেও তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। বাল্যকালে লেখা পড়া না শিখিয়া, জাতীয় ব্যবসায়ে উপেক্ষা করিয়া, গীত বাদ্যে শৈশবকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় নিজের উদরান্নের সংস্থান ও তদুপরি পরিবার প্রতিপালন অন্য লোকের পক্ষে যে, দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণাপ্রদ ক্লেশকর ও চিন্তার কারণ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু চিন্তা কাহাকে বলে, শ্রীপতি আশৈশব তাহা জানিতেন না; কোনরূপ ক্লেশকরী চিন্তাও কখনই উঁহার মনে উদিত হয় নাই। আজীবন তিনি মনের আনন্দে ছিলেন। তাঁহার আর একটী অমানুষিকী শক্তি ছিল, তাঁহার কথোপকথনে অত্যন্ত বিষাদিত ও তাপিত প্রাণও ক্ষণকালের জন্য সংসারের দুঃখ শোক তাপ ভুলিয়া, এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিত। তাঁহার এই অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া, লোকে বলিত—"শ্রীপতি মরা মানুষকে হাসাইতে পারে"।

যাহা হউক, শ্রীপতি নিজের এবং পরিবারের প্রতিপালনের জন্য এক দিনের তরে চিন্তিত হন নাই।

বিষ্ণুপুর সঙ্গীতের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ; এক্ষণে তথায় আর তাদৃশী সঙ্গীতচর্চ্চা হয় না সত্য; কিন্তু শ্রীপতির বাল্যাবস্থাকালে বিষ্ণুপুরের প্রতিগৃহে সঙ্গীতচর্চ্চার অতিসুন্দর বন্দোবস্ত ছিল; ২।৪টী অতি উৎকৃষ্ট ও প্রসিদ্ধ যাত্রার দলও ছিল। শৈশবকালে ইনি কোন একটী যাত্রার দলে বালক সাজিতেন; পরে যৌবনে তিনি সং সাজিতে বেশ শিখিয়াছিলেন। সন ১২৭৯ সালে তিনি কোন একটী যাত্রার দলের আসামী হইয়া, পঞ্চকুটাধিপতির রাজধানী কাশীপুরে গান করিবার জন্য, গমন করেন। তৎকালে তাঁহার বয়স ২৯ বৎসর।

অন্য লোকে বলে যে, শ্রীপতি গান করিবার জন্য কাশীপুরে গিয়াছিলেন, কিন্তু আমার বোধ হয় যে, লক্ষ্মী দেবীর সম্বর্দ্ধনা ও সঙ্গে আনয়ন জন্য শ্রীপতি কাশীপুরে গমন করিয়াছিলেন। কাশীপুর গমন হইতেই তাঁহার ভাগ্যোদয়ের সূত্রপাত হয়। এক্ষণে বিষ্ণুপুর যেমন তামাকের জন্য প্রসিদ্ধ, তখন কাশীপুরও সেইরূপ ছিল; কিন্তু কাশীপুরের রাজার খাসের তামাক রাজা ভিন্ন অন্য কেহ ব্যবহার করিতে পাইতেন না।

শ্রীপতির গীতাভিনয়ে কাশীপুরাধিপতি তাঁহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং পুরস্কার-স্বরূপ তাঁহাকে কতকখানি খাস তামাক উপহার দেন এবং তৎসঙ্গে ইহার প্রস্তুত-প্রণালী শ্রীপতিকে শিখাইয়া দিবার জন্য তামাক প্রস্তুতকারীকে আদেশ করেন। শ্রীপতি বিষ্ণুপুরে প্রত্যাগমন করিয়া, পর বৎসর সন ১২৮০ সালে নিজ বাটীতে তামাকের ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন।

অল্পকালের মধ্যেই শ্রীপতির তামাক চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ও তৎসঙ্গেই প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল। তামাকের কাট্‌তী দেখিয়া, তিনি অধিকতর উৎসাহে নিজ কারখানার আয়তন বাড়াইলেন এবং বর্দ্ধমান, কলিকাতা, মেদিনীপুর, ঘাটাল প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ বন্দরে তামাকের দোকান খুলিয়া দিলেন, এবং দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইলেন।

কিন্তু ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধির সহিত তাঁহার স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে নাই; পূর্ব্বের ন্যায় সম্পন্ন অবস্থাতেও তিনি সদালাপী, মিষ্টভাষী ও হৃষ্টচিত্ত ছিলেন।

তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন,—দেব, দেবী ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ভক্তি ছিল।

তিনি পরোপকারীও ছিলেন—পরদুঃখ অপনয়ন জন্য বা দুর্ব্বিপাকের প্রতীকারার্থ তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, কালের দুর্নিবার শক্তিবশে তিনি এই অতুল ঐশ্বর্য্যের রীতিমত ব্যবহার করিবার সময় পাইলেন না; সন ১৩০৩ সালের ১৬ই শ্রাবণে শোকার্ত্ত জননীকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া, নিঃসন্তান অবস্থায় পরকালের শান্তিনিকেতনে গমন করিলেন।

বিষ্ণুপুরের বর্দ্ধমানিয়া ৪২ গ্রামী সমাজের পরিচয়।

প্রত্যেক বংশের জনৈক ব্যক্তি	নিবাস	অবলম্বন	৩৭ পর্য্যায়ের আশ্রম	৪২ পর্য্যায়ের গাঁই	গোত্র	কৌলিন্য	মন্তব্য-সূচক উপাধি —
শ্রীহরি শঙ্কর দত্ত বি, এল,	জয়পুর	ওকালতী	দত্ত	বটগ্রাম	শাণ্ডিল্য		বটগ্রামী দত্ত
শ্রীগণেশচন্দ্র দে	কুশমতী	"	দে	"	"	"	"
শ্রীনটবর পাল	চোবেটা	"	পাল	"	"	"	"
শ্রীহরিহর সেন	শ্যামনগর	"	সেন	"	"	"	"
শ্রীকেদারনাথ আশ বি, এ,	মদনমোহনপুর	"	আশ	বটগ্রাম.	শাণ্ডিল্য	"	বটগ্রামী আশ
শ্রীরামানন্দ দাস	বিষ্ণুপুর	"	দাস	"	"	"	"
শ্রীরামপ্রসাদ নাগ	উপরজবা	"	নাগ	"		"	"
শ্রীহারাধন নন্দী	বদনগঞ্জ	ব্যবসায়	নন্দী	শাঁচড়া	যোগাঋষি	"	শাঁচড়ার নন্দী
শ্রীশিবচরণ কুণ্ডু	বদনগঞ্জ	"	কুণ্ডু	"	"	"	"
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ গুঁই	সাহানপুর	"	গুঁই	"	"	"	"
শ্রীরামচাঁদ রক্ষিত	ইন্দাস	"	রক্ষিত	"	"	"	"
শ্রীঅযোধ্যানাথ চন্দ্র	বারপেটা	"	চন্দ্র	"	"	"	"
শ্রীআনন্দচন্দ্র কর	আমদান	"	কর	"	"	"	"
শ্রীপার্ব্বতীচরণ গিরি	রামজীবনপুর	"	গিরি	"	"	"	"
শ্রীশ্রীরাম নন্দন	চোবেটা	"	নন্দন	"	"	"	"
শ্রীভৈরব ভুঁঞি	তালডাংরা	"	ভুঁঞি	"	"	"	"
শ্রীশ্রীধরচন্দ্র চৌধুরী	বিষ্ণুপুর	"	দত্ত	"	"	"	"

বাকুড়ার রাজহাটী।

জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত সাতগেছে, পাঁচড়া, বটগ্রাম প্রভৃতি গ্রামে এই সমাজের আদি বাসস্থান ছিল। মুসলমান বাদসাহের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ একত্র দলবদ্ধ হইয়া প্রথমে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর পরগনার মধ্যে রাজহাট গ্রামে বাস করেন। অনেকে আবার মহারাষ্ট্র অর্থাৎ বর্গীর ভয়ে ভীত হইয়া রাজহাট পরিত্যাগ করতঃ রাজগ্রাম, নড়রা, বালগুমা, ছাতনা প্রভৃতি গ্রামে বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। বর্দ্ধমান হইতে রাজহাটে বাস হেতু এই সম্প্রদায়কে রাজহাটী তাম্বূলী কহে। রাজহাটী তাম্বূলীগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা,—৬৪,৪৯,৬০ ও ২০০ ঘরে। ইহার কারণ এই অনুমিত হয় যে, প্রথমে সাতগেছে হইতে আসিবার কালীন যে কয়েক ঘর এক সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই সেই সংখ্যার আখ্যায়ে এক একটি পৃথক শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছেন। ইহার মধ্যে ৪৯ ও ৬৪ ঘরে পরস্পর আদান প্রদান চলে এবং ৬০ ও ২০০ ঘরেও আদান প্রদান চলিয়া থাকে। নৈকট্য-হেতু কোন কোন স্থলে ৪৯ ও ৬৪ ঘরের সহিত ২০০ ঘরের আদান প্রদান চলিতে দেখা যায়। এই সমাজের তাম্বূলী-গণ ১৬২ ঘরে নামেও আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই কর্ম্মসূত্রে এক্ষণে পুরুলিয়া ও তদন্তর্গত নানা স্থানে বসবাস করিতেছেন।

পুরাকালে বাঁকুড়ার অন্তর্গত হরিহরপুর গ্রামে জঙ্গলের মধ্যে একটি অনাদি শিবলিঙ্গ ছিল। তত্রত্য অধিবাসী বনমালী দত্ত মহাশয়ের একটি গাভী প্রত্যহ সেই বনমধ্যে প্রবেশ করতঃ উক্ত শিবলিঙ্গের উপর দুগ্ধ বর্ষণ করিত। বনমালী দত্ত গাভীর দুগ্ধ না দিবার কারণ অনুসন্ধান জন্য একদিন ঐ গাভীর অনুসরণ করেন এবং বনমধ্যে উপস্থিত হইয়া শিবলিঙ্গ দর্শন করেন। পরে স্বজাতীয় ও স্বশ্রেণীস্থ ১৬২ ঘরের অনুমতি লইয়া তন্মধ্যে ১৪ জন লোক এই হরিহরনাথ মহাদেবের সেবাইত নিযুক্ত হন। ইহারা ১৪ ভাই নামেও কথিত হন। তাঁহাদের বংশধরগণও পূর্ব্বোক্ত মহাদেবের সেবাদি করিয়া থাকেন ও সেই সম্মান উপভোগ করেন। ' বাকুড়া জজ

আদালতের উকিল শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র দত্ত বি, এল, এই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এই সমাজে যে কয়েকটী শিক্ষিত ব্যক্তি দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই দত্ত পরিবার ভুক্ত। গিরীশ বাবু ব্যতীত রাণীগঞ্জ নিবাসী শ্রীশশীভূষণ দত্ত ও আড়রা নিবাসী শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত ইহারা উভয়েই সুশিক্ষিত। এক জন রাণীগঞ্জে ওকালতি করেন। ইনি বি, এল, উপাধিধারী ও অক্ষয় বাবু স্কুল সমূহের সহকারী পরিদর্শক। ইনিও বি, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ। এতদ্ভিন্ন কুণ্ডু বংশেও কয়েকটী শিক্ষিত লোক আছেন। তন্মধ্যে শ্রীত্রৈলোক্য নাথ কুণ্ডু, শ্রীহৃদয়নাথ কুণ্ডু ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু উল্লেখযোগ্য। সুরেন্দ্রনাথের এখনও ছাত্রজীবন। ত্রৈলোক্যনাথ ও হৃদয়নাথ উভয়েই মোক্তারি করিয়া থাকেন। অন্যান্য সমাজের তুলনায় এই সমাজে জমীদারের সংখ্যা অল্প। রাজগ্রাম নিবাসী কুণ্ডু পরিবারই জমীদার শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের মধ্যে বৈকুণ্ঠনাথ ও কেদারনাথ কুণ্ডু বর্ত্তমান আছেন। জমীদারী ভিন্ন ব্যবসায় বাণিজ্যে ইঁহাদের খ্যাতি আছে। নড়রা নিবাসী অনন্তলাল দেও এই সমাজের এক জন বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি।

উপরোক্ত বনমালী দত্তই ‖ হরিহরনাথের প্রতিষ্ঠাতা এবং রাজহাটী বটগ্রামী দত্তদিগের আদি পুরুষ। যৎকালে ইনি প্রথম রাজহাটে বসতি করেন, সেই সময় অর্থাৎ সাতগেছে হইতে আসিবার কালীন দণ্ডপানি মিশ্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রী৺ হরিহরনাথ ঠাকুরই রাজহাটী তাম্বুলীদিগের কুল দেবতা। এই সমাজের মধ্যে যখন কোন বিবাহ, শ্রাদ্ধ, পুষ্করিণী, কূপ বা জলাশয় প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা অথবা অপরাপর কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, শ্রীশ্রী৺ হরিহরনাথের নিত্য সেবা ও গাজন প্রভৃতি পর্ব্বের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দুই টাকা করিয়া আদায় হয় এবং ঐ টাকা উপরোক্ত দেব সেবায় ব্যয় হইয়া থাকে।

ইহাদের ন্যায় ২০০ ঘরেদেরও বাঁশকেটে গ্রামে শ্রীশ্রী৺ রঘুনাথ জিউ নামক বিগ্রহ আছেন এবং রাজহাটীদিগের মত প্রত্যেক ক্রিয়া কলাপে তাঁহারাও দুই টাকা করিয়া শ্রীশ্রী৺ রঘুনাথ জিউর সেবার জন্য দিয়া থাকেন।

কথিত আছে যে, কুটুম্বের অভিসম্পাতে পুনকুটীর দত্ত বংশ নিঃসন্তান। কুটুম্বর্গকে নিমন্ত্রণকালে ঢেঁটরা দ্বারা আহ্বান করিবার ভার উপরোক্ত দত্ত

দিগের প্রতি অর্পিত হয়। একদা তাঁহারা আপনাদিগের সম্মান প্রদর্শনার্থ মিছামিছি ঢেঁটরা দিয়া অনেক কুটুম্বকে একত্র করিয়াছিলেন। আহূত কুটুম্ববর্গ ইঁহাদিগের মিথ্যা চাতুরী অবলোকনে সকলে অভিসম্পাত করেন। তদবধি এই বংশ নিঃসন্তান।

৺ নবীনমোহন দত্ত এক জন বিখ্যাত লোক ছিলেন। সন ১১৯০ সালে ইনি বাঁকুড়া মোকামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম সৃষ্টিধর দত্ত। ইঁনি একজন স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। পূর্ব্বে বাঁকুড়া একটী বাণিজ্য-প্রধান স্থান ছিল। চতুর্দ্দিক হইতে বলদের পৃষ্ঠে ছালা চাপাইয়া নানা প্রকার শস্য, তৈল, লবণ, ঘৃত প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সম্ভার বেপারীরা আমদানী করিত এবং এখানকার উৎপন্ন দ্রব্য সকল অপরাপর স্থানে বিক্রয়ার্থ চালান দিত। এই সকল বেপারিদিগের অবস্থানের জন্য ৺ নবীন-মোহন দত্ত আবাস স্থান প্রস্তুত করাইয়া দেন। অদ্যাপি ঐ স্থান বেপারিহাটা নামে খ্যাত। ঐ সকল বেপারিদিগের নিকট হইতে বাসা ভাড়া, তদ্ভিন্ন নবীন মোহন নিজেও তাহাদিগের নিকট হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিয়া অত্যল্প-কাল মধ্যেই প্রচুর লাভবান হন। ইনি ব্যবসায় দ্বারা যেরূপ অর্থোপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, সৎকার্য্যে ব্যয়ও তাঁহার ততোধিক ছিল। তিনি নিরন্ন, নিরাশ্রয় ও বস্ত্রহীনকে অন্ন বস্ত্র ও আশ্রয় প্রদানে যথাসাধ্য তাহাদের দুঃখ-মোচনে সচেষ্ট থাকিতেন। তাঁহার আরও একটী বিশেষ গুণ ছিল। যখন তিনি বেপারিহাটার কুঠি হইতে মধ্যাহ্ন ভোজন জন্য বাটীতে আসিতেন, তখন সদর রাস্তার উভয় পার্শ্বে যে সকল স্বজাতীয় কুটুম্বকে দেখিতে পাইতেন, বিশেষতঃ যাঁহারা পল্লীগ্রাম হইতে ব্যবসায়োপলক্ষে বাঁকুড়া সহরে আসিতেন, তাঁহাদিগকে সাদরে মধুর সম্ভাষণে আপন বাটীতে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিতেন। শুনা যায়, প্রত্যহ তিনি ২০।২৫ জন কুটুম্বকে সঙ্গে লইয়া আহার করিতে বসিতেন। বাঁকুড়াবাসী অধিকাংশ লোকই ইহাকে সম্মান করিত এবং ইহার পরোপকারিতা গুণ থাকায়, বহুতর লোক তাঁহার বশীভূত ও আজ্ঞাবহ ছিল। তিনি এস্থানে এরূপ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, সহসা কেহ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে সাহস করিত না। বহুল অর্থ ব্যয় করিয়া বেপারিহাটার সন্নিকট একটী সুবৃহৎ

বাঁধ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ইঁহার আরও একটী উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়—ইঁহার প্রতিষ্ঠিত রাসমঞ্চ। সন ১২৪৯ সালে উপরোক্ত রাসমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক ত্রিংশৎ সহস্র টাকা ব্যয়ে মহাসমারোহে ইহার প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পাদিত হয়। এই সময় ইনি বিভিন্ন দেশ হইতে উপযুক্ত কুলাল সকলকে আনাইয়া সহস্র সহস্র মৃণ্ময় প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া মন্দিরের সর্ব্বস্থানে সুচারুরূপে সজ্জিত করিয়াছিলেন। ইহার রাসোৎসব দর্শনার্থ দূরতর পল্লী ও বিভিন্ন প্রদেশ হইতে অসংখ্য লোক এই বাঁকুড়া সহরে সমবেত হইত ও তন্নিবন্ধন লোকের এতই জনতা হইত যে, বাঁকুড়া সহরের প্রশস্ত পথে ভিড় ঠেলিয়া যাওয়া সুকঠিন হইত। খাদ্য দ্রব্যাদি সাতিশয় দুর্ল্লভ ও মহার্ঘ হইয়া উঠিয়া ছিল। যে সময় বাঁধ প্রতিষ্ঠা করেন, ঐ সময়েও ইনি যথেষ্ট ব্যয় স্বীকার করিয়া স্থানীয় সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণকে সুচারুরূপে ভোজন করাইয়া পাথেয় ও দক্ষিণা-দানে তাঁহাদের তুষ্টি সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং বাঁকুড়াবাসী সমস্ত কুটুম্ব মণ্ডলীকে ও সকল বর্ণের লোককে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে ইনি রাজহাটী তাম্বূলীগণের কুলগৌরব ছিলেন। তাঁহার ন্যায় তেজস্বী, উন্নতমনা লোক এই সম্প্রদায়ে অতি অল্পই দেখা যায়। অদ্যাবধি তাঁহার বংশধরেরা উপরোক্ত কীর্ত্তিকলাপ দর্শনে ও স্মরণে আপনাদিগকে গৌরান্বিত মনে করিয়া থাকেন।

ইঁহার জীবনী সম্বন্ধে আর একটি কৌতূহল বিশিষ্ট আখ্যায়িকা স্মরণ হওয়ায় লিপিবদ্ধ করা গেল। যে সময় ইনি রাসমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ঐ সময় বাঁকুড়াবাসীদিগের মধ্যে দুইটী দল ছিল। এক দলে এই সম্প্রদায়স্থ সমস্ত তাম্বূলীগণ, অপরদলে বাঁকুড়া সহরের সাত মহলের বিভিন্ন জাতীয় লোক ছিল। তাঁহারা ৺ নবীনমোহন দত্তের অনুকরণে সকলে একত্র হইয়া একটি দোলমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। ৺ গৌরমোহন দত্ত ও জনৈক কর্ম্মকার তাহার প্রধান নেতা ছিলেন। পরস্পর ঈর্ষা বশতঃ একদল অপর দলকে অপ্রতিভ ও অপদস্থ করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। একদা দোল পর্ব্বোপলক্ষে সাত মহলের লোক সকল ব্রাহ্মণভোজন করাইবার জন্য বিভিন্ন স্থানের ব্রাহ্মণবর্গকে নিমন্ত্রণ করতঃ তদনুযায়ী নানাবিধ খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিয়া-

ছিলেন। ৺নবীনমোহন দত্ত পূর্ব্বাহ্ণে এই সংবাদ পাইয়া যাহাতে সাত মহলের লোক সকল এই সমারোহ কাণ্ডে ব্রাহ্মণ মণ্ডলী ও সাধারণের নিকট অপদস্থ হয়, তাহার একটি উপায় উদ্ভাবন করেন। তিনি অপর কয়েক জন ব্রাহ্মণের দ্বারা দূরতর গ্রামের আরও বহু শত ব্রাহ্মণকে সাত মহলের দোল-তলায় ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন, ও সকলের অজ্ঞাতে আপন কুঠি বাটীতে ৩।৪ দিন পূর্ব্ব হইতে প্রচুর পরিমাণে আহারীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। অতঃপর যখন বিভিন্ন গ্রাম হইতে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ-বর্গ দলে দলে আসিয়া দোলতলায় উপস্থিত হইলেন, তখন সাতমহলের লোক সকল ব্রাহ্মণদিগের এতাধিক জনতা ও সংখ্যা দেখিয়া ভয় ব্যাকুলিত চিত্তে পুনরায় আহারীয় দ্রব্যের নূতন বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে এতাধিক লোকের খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করা বড়ই সুকঠিন হইল। ব্রাহ্মণগণ একে পথশ্রান্ত, তাহাতে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, সকলেই অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করতঃ দোলমঞ্চের কর্ত্তৃপক্ষগণকে যথোচিত তিরস্কার ও নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। ৺নবীনমোহন দত্ত সুযোগ বুঝিয়া অপরাহ্ণ সময়ে স্বয়ং সেই সকল ব্রাহ্মণমণ্ডলীর সম্মুখীন হইয়া গললগ্নীকৃতবাসে কাতর ও দীন বচনে ঐ সমস্ত নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণবর্গকে আপন কুঠিবাটীতে ভোজনার্থ অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণগণও তাঁহার বিনয় দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তথাস্তু বলিয়া সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন ও তাঁহার কুঠি বাটীতে আসিয়া স্বপরিতোষে ভোজন করিলেন। ৺নবীনমোহন এইরূপে ব্রাহ্মণগণের পরিচর্য্যা করিয়া দক্ষিণা ও পাথেয় দানে তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ও প্রীতি-ভাজন হইয়াছিলেন। যাহাহউক স্বোপার্জ্জিত ধনের এরূপ সদ্ব্যয় অতি অল্পই দেখা যায়। সন ১২৬২ সালে ৭২ বৎসর বয়সে ইনি কালকবলিত হয়েন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বাঁধ ও রাসমঞ্চ অদ্যাবধি সুনামের যশঃসৌরভ বিস্তার করিতেছে।

বাঁকুড়ার রাজহাটী সমাজের পরিচয়।

প্রত্যেক বংশের জনৈক ব্যক্তি	নিবাস	অবলম্বন	৩৭ পর্য্যায়ের আশ্রম	৪২ পর্য্যায়ের গাঁই	গোত্র	কৌলিন্য	মন্তব্যসূচক উপাধি
শ্রীগিরীশচন্দ্র দত্ত বি, এল,	বাঁকুড়া	ওকালতী	দত্ত	বটগ্রাম	শাণ্ডিল্য	„	বটগ্রামী দত্ত
শ্রী * * দরিপা	বাঁকুড়া	„	দত্ত	„	শাণ্ডিল্য	„	„
শ্রীকেশবলাল দত্ত	বালগুমা	„	দত্ত	গজস্কন্ধ	ব্যাসঋষি	„	গজস্কন্ধ দত্ত
শ্রীবনমালি দত্ত	রাজগ্রাম	„	দত্ত	বড়েয়া	পরাশর	„	বড়েয়ার দত্ত
শ্রীঅনন্তলাল দে	নড়রা	„	দে	„	শাণ্ডিল্য	„	„
শ্রীনদেরচাঁদ পাল	রাজগ্রাম	„	পাল	„	কপিলঋষি	„	„
শ্রীনারাণচন্দ্র পাল	ভেলাই ডিহা	„	পাল	„	শাণ্ডিল্য	„	„
শ্রীহৃদয়নাথ সেন	পুরুলিয়া	„	সেন	„	কাশ্যপ	„	কর্ণপুরের সেন
শ্রীগোপীনাথ খাঁ	হাটগ্রাম	„	সেন	„	কাশ্যপ	„	খাঁ
শ্রীকেদারনাথ কুণ্ডু	রাজগ্রাম	জমিদারী	কুণ্ডু	„	সপ্তর্ষি	„	„
শ্রীক্ষেত্রমোহন চৌধুরি	কালাবুত্তি	„		„	মধুকোল্য	„	„
শ্রীকৈলাসচন্দ্র চন্দ	রাজগ্রাম	„	চেন্দ	„	শাণ্ডিল্য	„	„

জাহানাবাদের অষ্টগ্রামী।

অষ্টগ্রামী তাম্বূলীগণ কটকী তাম্বূলী বলিয়া প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ কটকের তাম্বূলী নামে কোন শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে মেদিনীপুর, বালেশ্বর প্রভৃতি স্থানের তাম্বূলীগণ উড়িষ্যার তাম্বূলী বলিয়া খ্যাত। অবশ্য যখন মেদিনীপুর, বালেশ্বর প্রভৃতি স্থান উড়িষ্যার অন্তর্গত ও নিকটবর্ত্তী, তখন যে কটকী তাম্বূলীগণ বঙ্গদেশীয় তাম্বূলীগণের সংস্রব না রাখিবেন, ইহা এক প্রকার অসম্ভব। অষ্টগ্রামীরা যদিও কটকী তাম্বূলী বলিয়া পরিচিত, তথাপি দক্ষিণে শেষ সীমা বালেশ্বর পর্য্যন্তই ইঁহাদের আদান প্রদান চলিয়া থাকে। বালেশ্বরের দক্ষিণে অর্থাৎ কটক বা পুরিতে ইঁহাদের কুটুম্ব বিরল। মেদিনীপুর অষ্টগ্রামী সমাজের প্রধান স্থান। কারণ এই স্থানেই ইঁহাদের সংখ্যা অধিক। মেদিনীপুরস্থ তাম্বূলীগণ একত্রিত হইয়া এক বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে জগন্নাথ দেবের প্রতিষ্ঠা করেন। চারি বৎসরে ঐ দেবায়তন সম্পূর্ণ হয়। ১২৫৮ সালের কার্ত্তিক মাসে উহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয় এবং ১২৬২ সালের ১৫ই শ্রাবণ রবিবার শেষ হয়। আরব্ধ ও পরিসমাপ্তির তারিখ এবং নির্ম্মাতার নাম মন্দিরনিম্নে দেখা যায়। ইছাপুর নিবাসী শ্রীমাধবচরণ মিস্ত্রি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। মন্দিরের উপরিভাগে নিম্নলিখিত শ্লোকটী লিখিত আছে।

"জগন্নাথ নিবাসার্থং শ্রীজগন্নাথ মন্দিরং।
জগন্নাথ পদাব্জাপ্ত্যৈঃ তাম্বূলিনিকরৈঃ কৃতঃ॥"
শুভমস্তু শকাব্দা

এই সমাজের প্রত্যেক বিবাহে অথবা গার্হস্থ্য উৎসবে অগ্রে জগন্নাথ দেবের জন্য কিছু দান করিতে হয়। চলিত কথায় ইহাকে "সন্দেশের কড়ি" কহে। এতভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে কেহ কোন দুষ্কার্য্য করিলে সামাজিক নিয়মে তাহার অর্থদণ্ড হয়। ঐ দণ্ডিত অর্থও জগন্নাথ দেবের সেবায় ব্যয়িত হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে এই সন্দেশের কড়ি লইয়া বিষম গোলযোগ ঘটে।

এই সমাজ ২২ স্থান লইয়া গঠিত। চলিত ভাষায় স্থানকে থান কহে।

ক্রিয়া-কলাপ কালে সেই সেই স্থানীয় কুটুম্ববর্গকে নিমন্ত্রণ করিতে হয়। উপরোক্ত ২২ স্থানের মধ্যে ১৭ স্থান বাঙ্গালার অন্তর্গত এবং ৫ স্থান উড়িষ্যায় অবস্থিত। সুবর্ণ রেখার পরপার হইতে উড়িষ্যা আরম্ভ হইয়াছে। নিম্নে ২২ স্থানের নাম ও তত্রত্য জনৈক অধিবাসীর সংজ্ঞা প্রদত্ত হইল। যথা :—

১।	ঘাঁটাল	শ্রীরামেশ্বর মল্লিক।
২।	চন্দ্রকোনা	„ ত্রৈলোক্যনাথ মল্লিক।
৩।	রাধানগর	„ বাবুলাল দে।
৪।	চাঁইপাট	„ মহেন্দ্রনাথ কর।
৫।	বালিদাওয়ানগঞ্জ ...	„ বেণীমাধব গুঁই।
৬।	খানাকুল	„ সীতানাথ লাহা।
৭।	সেমহাট	„ গোঁসাইদাস রক্ষিত।
৮।	গোপীগঞ্জ	„ দেবেন্দ্রনাথ দে।
৯।	বোরজো	„ শশীভূষণ দে।
১০।	খাঁড়াল বনপাটনা ...	„ ব্রজনাথ দে।
১১।	ক্ষীরপাই	„ যোগেন্দ্রনাথ গুঁই।
১২।	দাসপুর	„ সতীশচন্দ্র দে।
১৩।	বাসদেবপুর	„ রামেশ্বর দে।
১৪।	নিমতলা	„ বিহারীনাথ নন্দী।
১৫।	নোয়াদা	„ প্রাণকৃষ্ণ দে।
১৬।	প্রতাপপুর	„ মহেশচন্দ্র আশ।
১৭।	হরিণাডাঙ্গী	„ গৌরহরি সেন।
১৮।	গয়েশপুর	„ রামচরণ কর।
১৯।	তমলুক	„ ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত।
২০।	মোহনপুর	„ যোগেন্দ্রনাথ সেন।
২১।	মলিঘাটী	„ হরেরাম রক্ষিত।
২২।	মহানালার গড় ...	* * *

১৪ গ্রামী সম্প্রদায় অপেক্ষা সকল বিষয়েই ইহারা পশ্চাৎগামী। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী এই সমাজে বিরল। বালেশ্বর নিবাসী শ্রীজ্যোতীন্দ্র

নাথ কর, তমলুক নিবাসী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত ও মেদিনীপুর নিবাসী শ্রীদুর্গাদাস রক্ষিত ইহারা এই সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্যক্তি। পূর্ব্বোক্ত নামা জ্যোতীন্দ্র বাবু নীলগিরিতে মোক্তারি করিয়া থাকেন। তমলুকের প্রত্যেক লোকহিতকর কার্য্যে ত্রৈলোক্য বাবুকে উৎসাহী দেখা যায়। ইনি বিলুপ্ত তমলুক পত্রিকার সম্পাদক ও তমলুক ইতিহাসের প্রণেতা। অধুনা ইনি জমীদারীর তত্ত্বাবধান কার্য্যে ব্রতী আছেন। দুর্গাদাস বাবু মেদিনীপুর মিউনিশিপালিটীর কমিশনরের ও অবৈতনিক বিচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। যাহাহউক এই সমাজে শিক্ষিত লোকের অভাব থাকিলেও, জমীদারের তাদৃশ অসদ্ভাব নাই। বালেশ্বরের রাজা ও মেদিনীপুরের মল্লিকদিগের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী লোক অন্য সম্প্রদায়েও বিরল। বিশেষতঃ রাজোপাধির সম্মান কেবল এই সম্প্রদায়ে আবদ্ধ রহিয়াছে। এই সমাজে যে কয়েক জন জমীদার আছেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই নিবাস মেদিনীপুর। পূর্ব্বোক্ত মল্লিক পরিবারের মধ্যে বর্ত্তমান শ্রীযোগেন্দ্রনাথ, জ্যোতীন্দ্রনাথ, যামিনীনাথ ও রত্নেশ্বর মল্লিকই খ্যাতনামা। এতদ্ব্যতীত শ্রীদুর্গাদাস রক্ষিত ও রামচরণ দে উভয়েই উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। মল্লিক উপাধিধারী শ্রীরত্নেশ্বরের জমীদারী ও তাহার আয় স্বতন্ত্র। এতদ্ভিন্ন অপর তিন জনের সমবেত সম্পত্তি। আয় অন্যূন ১০০০০০৲ এক লক্ষ টাকা। বালেশ্বর রাজ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুরের সম্পত্তির আয়ও লক্ষাধিক মুদ্রা হইবে।

কলিকাতার জোড়াসাঁকো নামক পল্লীতে এই সমাজের ৫০ ঘর লোকের বসতি। বড়বাজারস্থ মনোহর দাসের চকে তাঁহারা লৌহ ব্যবসায়ে লিপ্ত।

বিষ্ণুপুর অঞ্চলে প্রচলিত "জিজ্ঞাসা গড়ার খাতার" ন্যায় উড়িয়া অক্ষরে লিখিত এক খানি কুলপঞ্জী পাওয়া গিয়াছে। মায়াপুর হইতে আগত বাঙ্গালীরা যে কুলজী সমভিব্যাহারে আনিয়াছিলেন, ইহা তাহারই অনুলিপি সন্দেহ নাই। আমরা ইহাতে দেখিলাম;—মালাধর সেন ৯১২ সালে গণেশপুর পরিত্যাগের সময় সম্মানিত ছিলেন। ৯৭৬ সালে মায়াপুরে ধর্ম্ম ঠাকুর স্থাপনকালে যে কুটুম্বিতা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি অষ্টভাইয়ের মধ্যে গণ্য হন নাই। সুতরাং তাঁহার তখন সম্মান তিরোহিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ধর্ম্ম

ঠাকুর বৌদ্ধমতের বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ এই তিনটীর অন্যতর দেবতা। রমাই পণ্ডিত লিখিয়াছেন ;—

"শ্রীধর্ম্ম দেবতা সিংহলে বহুত সম্মান।"

ধর্ম্মের ধ্যান যে প্রকার দেখা যায়, পৌরাণিকদিগের কোন ধ্যেয় তদ্রূপ হইতে পারে না ;—

"যস্যান্তো নাদি মধ্যো নচ করচরণৌ নাস্তিকায়ো নো পাদঃ
নাকারো নৈবরূপং নচভয় মরণে নাস্তি জন্মানি যস্য।
যোগীন্দ্রৈ ধ্যানগম্যং সকল জনময়ং সর্ব্বলোকৈক নাথম্
ভক্তানাং কামপুর সুরনর বরদং চিন্তয়েত্ শূন্য মূর্ত্তিং।"*

মায়াপুর জাহানাবাদের অতি নিকটে অবস্থিত। কথিত আছে, তাম্বূলী-দের এখানে বাস নিষিদ্ধ। কিন্তু এই জাতিকে এক্ষণে তথায় ব্যবসায়ের জন্য অবস্থিতি করিতে দেখা যায়।

রক্ষিত বংশীয় জন্মেজয় মল্লিক।

অষ্টগ্রামী তাম্বূলিদিগের মধ্যে ধনে বিখ্যাত জমীদার জন্মেজয় মল্লিক দ্বিতীয় স্থানীয়। বালেশ্বর রাজের নিম্নেই ইনি আসন পাইতে পারেন। ইঁহার পিতার নাম ৺ দাতারাম মল্লিক। প্রথমতঃ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কুতব-পুর পরগণার এলাকাধীন মলিঘাটি গ্রামে ইঁহাদের আদি বাসস্থান ছিল। অনু-মান ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে বিদ্যাশিক্ষা ও ব্যবসায় প্রভৃতিতে অসুবিধা হওয়ায়, তাঁহার পিতা উপরোক্ত গ্রাম পরিত্যাগ করতঃ মেদিনীপুর সহরে আসিয়া বসবাস করেন। পিতা তাদৃশ ধনবান্ ছিলেন না। সামান্য মুদির দোকান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ঐ সময় মেদিনীপুরের জঙ্গল-মধ্যে মহারাষ্ট্রদিগের একটী দুর্গ ছিল। দুর্গ হইতে সময়ে সময়ে মহারাষ্ট্র বা

---

* Discovery of Living Buddhism in Bengal By pandit Hara Prasad Sastri M. A.